NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ একনজরে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, লিখেছেন অশোক সেনগুপ্ত

আরামবাগে শিশু কন্যাদের যৌন নির্যাতন, অভিযুক্তর ৫ বছর জেল ৫

কলকাতা ১ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 1.12.2024, Vol.18, Issue No. 170 8 Pages, Price 3.00

ওয়েনাড়ে ফিরে বার্তা সাংসদ প্রিয়াঙ্কার

■ কেরলের ওয়েনাড় কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমবার নিজের কেন্দ্রে পা রাখলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। দুদিনের এই সফরে ওয়েনাড়ের মাটিতে পা রেখে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, এখানকার প্রতিটি মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করবেন তিনি। একইসঙ্গে নিজের কেন্দ্রের মানুষকে আশ্বস্ত করলেন, 'আমার বাড়ি ও অফিসের দরজা সর্বদা আপনাদের জন্য খোলা।' উপনির্বাচনে বিরাট জয়ের পর শনিবার দাদা রাহুলের সঙ্গে কোঝিকোড় জেলার থিরুবমবাদী বিধানসভার মুক্কম এলাকায় যান প্রিয়াঙ্কা। সেখানে এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'মুডক্কাই ও চুরলমালায় যে প্রলয়ংকারী ভূমিধ্বসের পর চার মাস অতিবাহিত হয়েছে। তবে সেই ঘটনার পর উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ওয়েনাড়ের মানুষ একজোট হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভয়ংকর ক্ষয়ক্ষতির পরও জীবনের লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন এবং এগিয়ে চলেছেন।' একইসঙ্গে এই নির্বাচনে তাঁকে জেতানোর জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আমাকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত করা জন্য হৃদয় থেকে আপনাদের ধন্যবাদে জানাই। আমাকে ভরসা করা ও ভালবাসার জন্য সর্বদা আপনাদের কাছে ঋণী হয়ে থাকব।' এর পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা বার্তা দেন, 'আমি আপনাদের কাছ থেকে শিখতে এসেছি। আপনাদের সমস্যা গভীরভাবে বুঝতে এসেছি। এখানকার রাত্রিকালীন নিষেধাজ্ঞা, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত এবং ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আমি জানি। এই সব সমস্যায় আপনাদের পাশে দাঁড়াতে, আপনাদের হয়ে লড়াই করতে এবং সমস্যা মেটাতেই আমি কাজ করে যাব। আপনাদের বাড়িতে আসব আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। আমার বাড়ি ও অফিসের দরজাও আপনাদের জন্য সর্বদা খোলা। ওই জনসভা থেকে রাহুল গান্ধিও বার্তা দেন, 'ওয়েনাড়ের ভূমিধ্বসে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁরা যাতে দ্রুত আর্থিক সাহায্য পান সেই লক্ষ্যে কেরল সরকারের উপর চাপ বাড়াব আমরা।'

প্রয়াত রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত

■ প্রয়াত রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বারাণসীর এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। শনিবার মৃত্যু হয় রাজ্যের প্রাক্তন এই পুলিশকর্তার। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে এক সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলেন পঙ্কজ দত্ত। গত ২৩ অক্টোবর সেখানেই অনুষ্ঠান চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় তাঁর। নাক মুখ দিয়ে বের হতে থাকে রক্ত। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার এক বেসরকারি হাসপাতালে। এর দিন ধরে সেই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন পঙ্কজ। শনিবার মৃত্যু হয় তাঁর। প্রাক্তন আইপিএসের মৃত্যুর খবরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পঙ্কজ দত্তর পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন।

চিন্ময় কৃষ্ণ-কাণ্ডে উত্তপ্ত বাংলাদেশে
গ্রেপ্তার আরও এক সন্ন্যাসী
আজ ভক্তদের প্রার্থনা জমায়েতের ডাক ইসকনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও উত্তপ্ত বাংলাদেশ। লাগাতার মন্দিরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, মারধর, লুঠের ঘটনার মাঝে ফের নতুন করে মন্দিরে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। এখনও জেলবন্দি সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভু। ইস্কন কলকাতা সর্বতভাবে তাঁর পাশে আছে, আন্দোলনের সঙ্গে আছে, জানিয়েছে ইসকন। বৃহস্পতিবার থেকেই প্রতিদিন কীর্তনের মাধ্যমে সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ও মুক্তির দাবি জানাচ্ছেন ইসকনের সাধুরা। ইতিমধ্যে চিন্ময়কৃষ্ণর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আরও এক সন্ন্যাসী শ্যামদাস প্রভু গ্রেপ্তার হয়েছেন বলে ইসকনের তরফে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পদস্থরা যতই প্রকাশ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা বলুক না কেন, পরিস্থিতি সংখ্যালঘুদের জন্য কতটা প্রতিকূল তার প্রমাণ মিলছে একের পর এক ঘটনায়। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ যে থামেনি, তা বোঝাতে ভিডিও-ও পোস্ট করেছেন ইসকনের কলকাতা শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস। তিনি লিখেছেন, 'শুক্রবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক হামলার খবর সামনে আসছে। হিন্দুদের বহু মন্দির, বাড়িঘর ও সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। ইসকন মন্দিরে যাওয়ার সন্দেহে কয়েকজন যুবককে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে।' এরই মধ্যে ইসকন সর্বাধরণের কাছে আর্জি জানিয়েছে, যেখানে যত ভক্ত আছেন, তাঁরা আজ যেন সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণকে মুক্তির দাবিতে একত্রিত হন। সারা দেশে বিভিন্ন শহরেই রয়েছে ইসকনের মন্দির। ভক্তরা রবিবার, ১ ডিসেম্বর যে কোনও মন্দিরেই যেতে পারেন। ইসকনের আর্জি, সকলেই যেন পরমেশ্বরের কাছে শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তাদের অনুরোধ, 'অনুগ্রহ করে আপনার স্থানীয় ইসকন মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা জানান। কীর্তনে যোগ দিন। ভগবান কৃষ্ণর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের ভক্তদের এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষা করেন।'

আইনজীবী হত্যায় ধৃত ৯

ঢাকা, ৩০ নভেম্বর: চট্টগ্রাম আদালতের সামনে সংঘর্ষের সময়ে এক আইনজীবীর মৃত্যুতে এখনও পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। সে দেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'কে শনিবার এ কথা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার কাজী তারেক আজিজ। মৃত আইনজীবীর বাবা শুক্রবার রাতে চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানায় ৩১ জনের বিরুদ্ধে নাম উল্লেখ করে মামলা রুজু করেছেন। এ ছাড়া আরও ১০-১৫ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাংলাদেশের পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে ইতিমধ্যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদনে বেশ কয়েক জন অভিযুক্তের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকার বেশির ভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ।

কেন্দ্রের কাছে আর্জি আরএসএসের

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর: বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠল আরএসএস। পড়শি দেশে অমানবিক অত্যাচার হচ্ছে সংখ্যালঘুদের উপর। ভারত সরকারের উচিত, হিন্দুদের বাঁচাতে সম্ভাব্য সমস্তরকম পদক্ষেপ করা। বিবৃতি দিয়ে আরজি জানাল সংঘ। আরএসএসের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলে হয়েছে, 'বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু-সহ অন্য সংখ্যালঘুদের উপর কট্টরপন্থী ইসলামিক মৌলবাদীরা খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ চালাচ্ছে সেটা ভীষণ উদ্বেগজনক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এই হিংসার নিন্দা করছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর ঘৃণ্য এই আক্রমণ রুখতে কোনও পদক্ষেপ না করে সেদেশের সরকার ও অন্যান্য এজেন্সি নীরব দর্শকের ভূমিকায়। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নতুন করে অন্যায় এবং অবিচারের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।'

'ফেনজল'-এর দাপটে ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত চেন্নাই-সহ তামিলনাড়ু

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বর: দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে পারে ঘূর্ণিঝড় 'ফেনজল'-এর স্থলভাগে আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া। তার জেরেই তামিলনাড়ু উপকূলে হতে পারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। এমনটাই জানিয়েছে আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র। ইতিমধ্যে চেন্নাই এবং উপকূলবর্তী এলাকায় ভারী বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। ফুঁসছে সমুদ্র। উপকূলবর্তী এলাকা থেকে বহু মানুষকে সরিয়ে ত্রাণ শিবিরে পাঠানো হয়েছে। রবিবার ভোর ৪টে পর্যন্ত বন্ধ চেন্নাই বিমানবন্দর। বাতিল করা হয়েছে ৫৫টি বিমান। বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা। আরএমসির অধিকর্তা এস বালচন্দ্রন জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় 'ফেনজল'-এর গতিবেগ বার বার বদল হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'উপগ্রহ থেকে সর্ব শেষ তথ্য বলছে, শনিবার রাতের দিকে ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফলের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তার চোখ (আই) স্থলভাগে সম্পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যেতে পারে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, এই ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র গোলাকার নয়। সেই কারণে ঠিক কোথায় এর 'ল্যান্ডফল' হবে, তা স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। মনে করা হচ্ছে করাইকাল এবং মহাবলিপুরমের মাঝে 'ল্যান্ডফল' হবে ঘূর্ণিঝড়ের। স্থলভাগে প্রবেশ করার সময়ে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে হাওয়ার সর্বোচ্চ গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এই প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত তামিলনাড়ু হাওয়া অফিসের শেষ বুলেটিন জানিয়েছিল, চেন্নাইয়ের ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি। সমুদ্রের উপর তার গতি ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার। আবহবিদ বালচন্দ্রন জানিয়েছেন, 'ফেনজল' যত স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসছে, গতিবেগের পাশাপাশি গঠনও বদলে যাচ্ছে। গতি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে, কমতে পারে আবার একই থাকতে পারে। তাই বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে এগিয়ে চলা ঘূর্ণিঝড়ের উপর নজর রাখা হচ্ছে। চেন্নাইয়ের হাওয়া অফিস জানিয়েছে, 'ফেনজল'-এর প্রভাবে রবিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তামিলনাড়ুর উত্তর উপকূলে। তবে টানা বৃষ্টি হবে না। বালচন্দ্রন জানিয়েছেন, তামিলনাড়ু উপকূলে যে মেঘ রয়েছে, তার ঘনত্ব কম। সে কারণে টানা বৃষ্টি সম্ভব নয়।

ঘূর্ণিঝড় 'কাঁটা'য় বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা-সহ ১০ জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় ফেনজলের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে সরাসরি না পড়লেও পরোক্ষে বাংলার শীতের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ফেনজল। শনিবার সকাল থেকে কলকাতার আকাশ মেঘলা ছিল। কোথাও কোথাও দু'-এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে শহরতলিতেও। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের মোট ১১টি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এই অসময়ে খুব বেশি বৃষ্টি হবে না রাজ্যের কোথাও, আশ্বস্ত করেছেন আবহবিদেরা। তাঁদের মতে, বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতির কারণে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া রাজ্যে ঢুকতে বাধা পাচ্ছে। উল্টে সাগরের দিক থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস ঢুকছে। এর ফলে কোথাও কোথাও সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়ায়। প্রতি ক্ষেত্রেই বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'-একটি জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল হাওয়া অফিস। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রবিবারও। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় পাঁচ ডিগ্রি বেশি। তবে সকাল থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইছে দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলায়। ফলে কিছুটা ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। এখনই পারদপতনের সম্ভাবনা কম, জানাচ্ছে আলিপুর।

অনুপ্রবেশের পর নাম ভাঁড়িয়ে পাসপোর্ট
পার্কস্ট্রিটের এক হোটেল থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্ক স্ট্রিট এলাকার একটি হোটেল থেকে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করা হল বাংলাদেশের এক নাগরিককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দু'বছর আগে বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তিনি। তার পর নাম ভাঁড়িয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট বানিয়ে কাজ নিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রিটের ওই হোটেলে। জানা গিয়েছে, ধৃত বিএনপি-র সদস্য।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ৪২ বছরের ওই বাংলাদেশি নাগরিকের নাম সেলিম মাতব্বর। তাঁর কাছ থেকে একটি ভারতীয় পাসপোর্ট উদ্ধার হয়েছে। পাওয়া গিয়েছে আধার কার্ডের ফোটোকপি। সেখানে তাঁর নাম রবি শর্মা। পাসপোর্টে জন্মস্থান হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে রাজস্থান। রয়েছে দিল্লির একটি ঠিকানাও। ভারতীয় পাসপোর্টটি জাল করা না কি নাম ভাঁড়িয়ে বানানো, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, সেলিম জেরায় জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের মাদারিপুরে। তিনি সে দেশে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। সে সময় রাজনৈতিক ঝামেলার কারণে বাড়ি ছেড়েছিলেন। দু'বছর আগে বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে নদিয়া জেলায় ঢুকেছিলেন সেলিম। এর পরে দালালের সাহায্যে কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে সেখানে ছিলেন। ভুয়ো তথ্য দিয়ে ভারতীয় পাসপোর্টও বানিয়েছিলেন। তার পরে চলে এসেছিলেন কলকাতায়।

নাম ভাঁড়িয়ে পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের মারকুইস স্ট্রিটের ওই হোটেলে চাকরি নেওয়ার পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি বানানোর কাজেও তাঁর জড়িত থাকার কিছু তথ্য প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। সেলিমের সঙ্গে কোনও আন্তর্দেশীয় অপরাধচক্রের যোগাযোগ থাকতে পারে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। খোঁজ নেওয়া হচ্ছে পাসপোর্টে উল্লিখিত রাজস্থান এবং দিল্লির ঠিকানাতেও। শুক্রবার রাতে তাঁকে পার্ক স্ট্রিট থানার হাজতে রাখা হয়। শনিবার সেলিমকে আদালতে তোলা হয়।

সোমবার শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সাম্প্রতিক ছয় বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজয়ী প্রার্থীদের শপথগ্রহণ আগামী সোমবার অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিজে বিধানসভায় উপস্থিত থেকে ওই প্রার্থীদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন। রাজ্যপালের সচিবালয়ের তরফে বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে একথা জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে উপনির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের শপথ গ্রহণ নিয়ে রাজভবন ও বিধানসভার মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। বরাহনগরের উপনির্বাচনে বিজয়ী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবানগোলার রেয়াত হোসেনের শপথবাক্য কে পাঠ করাবেন এবং কোথায় শপথগ্রহণ হবে সে নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছিল। পরে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করান। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সোমবার বিধানসভায় আসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। ফলে অনেকদিন পর মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালকে বিধানসভায় একফ্রেমে দেখা যাবে। সেখানে পরস্পরের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় ছাড়া আর কোনও কথা হয় কিনা, তা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি: সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম: স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল: শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ: ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি: বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র: সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি: অর্ধেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

গ্যাংটকের পথে তিস্তায় যাত্রিবাহী বাস উল্টে মৃত কমপক্ষে ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকগামী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ে গেল তিস্তায়। পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম সীমানার রংপোর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় কমপক্ষেপাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। তবে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনার পরই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। বাসের মধ্যে থেকে আহত যাত্রীদের বার করে আনা হয় দ্রুতই। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার দুপুর নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে যাত্রী নিয়ে একটি বাস গ্যাংটক যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম সীমান্তে রংপোর কাছে আচমকাই বাসটি খাদে পড়ে যায়। রাস্তা থেকে সোজা তিস্তায় পড়ে বাসটি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিকিম এবং কালিম্পং পুলিশ। উদ্ধারকারী দলের সদস্যেরা বাসের মধ্যে থেকে যাত্রীদের বার করে আনার কাজ শুরু করেছেন। বাসে পর্যটকদের থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে। কালিম্পংয়ের জেলাশাসক বালসুব্রহ্মণ্যম টি বলেন, 'উদ্ধারকাজ চলছে। কয়েক জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। প্রায় ২০ জনের উপর আহত হয়েছেন।' আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক বলে খবর। দুর্ঘটনা নিয়ে কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পণ্ডা বলেন, 'আমাদের প্রথম কাজ ছিল যাত্রীদের উদ্ধার করা। সেটা আমরা করেছি। তবে এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের সিকিমের একাধিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৯১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Shekh Azim ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Anil ও Sk. Oli Mohammad husband of Rijiya Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I Sonal Agarwal D/O of Mr. Shiv Kumar Agarwal, W/O Mr. Abhimanyu Kejriwal residing at 57G, Ballygunge Circular Road, Radhika Apartments, 3rd floor, Kolkata -700019, have changed my name, and I shall henceforth be known as Sonal A Kejriwal as declared before the Ld. Metropolitan Magistrate first class, West Bengal vide affidavit number 70AB269044 dated 14/06/2022. Sonal Agarwal and Sonal A Kejriwal both are same and identical person.

Change of Name

I, **Harendra Kumar Chaudhury** & **H. K. Chaudhary**, S/o Rajendra Chaudhary, residing at IRED Sukriti, Flat No. 5H, Satkui, P.O. Matkatpur, P.S. Kharagpur (Local), Dist. Paschim Medinipur, PIN : 721305, West Bengal shall henceforth be known as **Harendra Kumar Chaudhary** as declared before the Notary Public, Kharagpur, Dist. Paschim Medinipur, West Bengal vide Affidavit No. N/53, dated 04. 10.2024. **Harendra Kumar Chaudhury** & **H. K. Chaudhary** and **Harendra Kumar Chaudhary** all are same and identical person.

নোটিশ

আমার মক্কেল, শ্রী লোকেশ করণজাই, শ্রী সুকেশ করণজাই, শ্রী আশিস করণজাই, শ্রীমতি গীতা করণজাই এবং শ্রী সুনীল কুমার আচার্য- সংশ্লিষ্ট জমি অবস্থিত ওয়ার্ড নং১১১,থানা : যাদবপুর, বর্তমানে থানা : বাঁশদ্রোণী, মৌজা : কামোধারী, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেএল নং ৪৯, আরএস নং ২০০, তৌজি নং ১৪, সিএস এবং আরএস নং ৫৫, এলআর দাগ নং ৭৩৫, খতিয়ান নং ৪৫১, আরএস এবং এলআর নং ৬০১, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দ্বারা দলিল নং ৫৩০৫, সাব রেজিস্ট্রি অফিস : আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা -ক্রয় করেছেন এবং কারও কোনও রকম আপত্তি বা অভিযোগ থাকলে **দেবাশিস মন্ডল** ঠিকানা : ডাঙ্গা নস্করপাড়া (ও এন জি সি), পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, বর্তমানে : নরেন্দ্রপুর, কলকাতা : ৭০০১০৩ এর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্রী পবিত্র বৈদ্য,
(অ্যাডভোকেট),
আলিপুর ক্রিমিনাল কোর্ট,
রেজি. নং. ডব্লুবি ৮৮১/১৯৯৯

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা ডিসেম্বর, ১৫ই অগ্রহায়ণ। রবিবার। অমাবস্যা তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনির মহাদশা। বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দূর্গা মায়ের নাম করুন।

(আজ বিশ্ব এইডস দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রীমতী মহুয়া ভট্টাচার্য্য (পাল), স্বামী - শ্রী সায়ক ভট্টাচার্য্য, সাকিম - ৩২/২ -বি/৩ আটাপাড়া লেন, পোঃ ও থানা - বরানগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৫০। **২) শ্রীমতী মনিষা গুপ্ত (পাল),** স্বামী - স্বরূপ গুপ্ত, সাকিম - ১২৪ ঠাকুরবাটী স্ট্রীট, পোঃ ও থানা – শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২২০১, বিগত ইংরাজীর ০১/০২/২০১৯ তারিখে ডি. এস. আর. ১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৬০১০০০৬০/২০১৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (শ্রী সুমন শেঠ পিতা- স্বর্গীয় লক্ষী নারায়ন শেঠ) সাকিম- বাঁশবেড়িয়া মহাকালী তলা, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা-মগরা, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২৫০২ ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমি ডি. এস. আর ২ অফিসে ১২৪৩/২০২২ নং দলিল মূলে **অপু প্রসাদ বালা**, পিতা - বিমল বালা, সাকিম - বেড়েলা ষষ্ঠীতলা, পোঃ - বেড়েলা, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৩৪ মহাশয় কে একটি দলিলে বিক্রয় করি।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা - হুগলী, থানা -পান্ডুয়া, মৌজা - বেড়েলা, জে. এল. নং ০৬, হাল. এল. আর. ২৫৬৭ খতিয়ানের সাবেক তথা হাল. এল. আর. ৮৫ নং দাগে ২০ শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে। তন্মধ্যে ৮৫ দাগে ০৬ শতক উক্ত ক্রেতা **অপু প্রসাদ বালা** মহাশয়কে বিক্রয় করি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **অপু প্রসাদ বালা** উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছে, তাহার নং MN/2024/0604/14287 ইহাতে কাহারও কোন আইনগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মহুয়া ভট্টার্য্য (পাল)**
মনিষা গুপ্ত (পাল)
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী অধীর মালিক পিতা ৺দুর্গাপদ মালিক সাকিম ও পোঃ পাটুলীগ্রাম, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০১, মহাশয় বিগত ইং 10/05/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, সদর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1489/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী পলাশ মজুমদার** পিতা ৺ঠাকুরদাস মজুমদার সাকিম হাসিমপুর, পোঃ পাটুলীগ্রাম, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 30/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12435/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুপর্না নন্দী** স্বামী শ্রী শিবু নন্দী সাকিম ও পোঃ পাটুলীগ্রাম, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫০১ মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা পাটুলী, 99 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 681 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 624 নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় 43 শতকের মধ্যে 0.2200 অংশে নিজাংশে প্রাপ্ত 10 শতক তন্মধ্যে 2.06 শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সুপর্না নন্দী** স্বামী শ্রী শিবু নন্দী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**পলাশ মজুমদার**
আমমোক্তার

।। নোটিশ ।।

আমি **সবিতাব্রত ব্রহ্মচারী**, আইনজীবি, হলদিয়া আদালত, অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইতেছি যে আমার মক্কেল যথাক্রমে **১। অনামিকা সামন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়** স্বামী-সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিন ও পোষ্ট সুতাহাটা, পিন নং-৭২১৬৩৫ এবং **২। মধুমিতা সামন্ত শেঠ** স্বামী-প্রনব কুমার শেঠ, সাকিন- ও পোষ্ট-চৈতন্যপুব, পিন নং- ৭২১৬৪৫, উভয়ের থানা- সুতাহাটা এবং জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, এই ঠিকানার অধিবাসী হইতেছেন। আমার মক্কেল সুতাহাটা থানার অধীন দেউলপোতা মৌজায় জে.এল. নং ৪৫, দাগ নং-৭৮৯ মোট ১ (এক) একর ৮২ (বিরাশি) ডেসিমল সম্পত্তি গত ইংরাজী ৫ ই জুন, ২০১২ তারিখে সম্পাদিত এবং ঐ তারিখে সুতাহাটা এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত-৩৪ নং আমামোক্তার /Power of Attorney দলিল (যাহার বুক নং-IV, সিডি ভলিউম নং-১, পেজ নং-৪০৭ হইতে ৪২০) দ্বারা **প্রনব কুমার শেঠ** পিতা- সুবল চন্দ্র শেঠ, সাকিন-ও পোষ্ট-চৈতন্যপুব, থানা-সুতাহাটা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন নং-৭২১৬৪৫ এর অধিবাসীকে Attorney হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং অত্র দলিল দ্বারা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সমূহ ক্ষমতা সহ অন্যান্য সমূহ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

অত্র আমমোক্তার/Power of Attorney নামা দলিলের ক্ষমতা দ্বারা তাহাদের/মক্কেলদ্বয়ের নামিত উল্লিখিত দাগের সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহাদের কোন আপত্তি থাকিবে না।

উপরিউক্ত বিষয়টির জন্য কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবহিত করিতে আহ্বান জানাই।

তারিখ ২৫-০৮-২০২৪

গ্রাম- আশদতলিয়া, পোষ্ট ও থানা-সুতাহাটা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন নং-৭২১৬৩৫।

Sabitabrata Brahmachari (Advocate),
Haldia Court, Bar Council of West Bengal, En No. WB/1132/2013

PUBLIC NOTICE FOR LOSS OF DEEDS OF SALE

My client Sri Sunil Kumar Shaw of 33/2, M.C. Ghosh Lane, P.O. & P.S.- Howrah & District-Howrah, has lost One Original Deed of Sale, which was registered before Howrah Sadar Joint Sub Registrar and duly recorded in Book No.-I, Volume No. 6, Pages from 25 to 27, being Deed No. 148 for the year 1934 in a Bus. This Matter has been informed to the I.C. of Howrah Police Station on 01.10.2024 through a G.D. Entry vide G.D.E. No. 16 dated 01.10.2024. All Persons are hereby informed not to deal or carry out transaction which anymore on the basis of the said missing documents. If anyone has got the said documents kindly return the undersigned at my above mentioned address within 15 days from this day.

Sukesh Kumar Samanta
Advocate
3, Kuchi Ghosal Lane,
Bantra, Howrah-I
Mobile : 9331123775

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া

মোকর্দ্দমা নং- এ্যাক্ট ৩৯ কেস- ৩০/২০২২

দরখাস্তকারী:- শ্রীমতী মহামায়া দেবনাথ, স্বামী- শ্রী কমল কান্তি দেবনাথ, পিতা- ৺শঙ্করিন্দু দে, সাকিম - হাঁসঘরা,পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা -হুগলী, পিন – ৭১২১৪৮

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আকনা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাকিন– মেরিয়া পো: আকনা, থানা -পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১৪৮ মৃত নগেন্দ্রনাথ দে এর পুত্র **শঙ্করিন্দু দে ওরফে শঙ্কর দে** গত ইং ২৬/১১/২০১৭ তারিখে তাহার এক কন্যা **শ্রীমতী মহামায়া দেবনাথ** ও দুই পুত্র যথা **শ্রী তাপস দে ওরফে তাপস কুমার দে** ও **শ্রী মানস দে** গণকে কেবলমাত্র ওয়ারিশ রাখিয়া গত হইয়াছে। তাহার গতান্তে তাহার ব্যাঙ্কে ও পোষ্ট অফিসে গচ্ছিত টাকা আদায় লইবার জন্যে জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট চুঁচুড়া আদালতে দরখাস্ত করিয়া এ্যাক্ট ৩৯ কেস- ৩০/২০২২ নং মোকর্দ্দমা আনায়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আদালত একতরফা আদেশ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী মানস মন্ডল (এ্যাডভোকেট)

আদেশ অনুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা- হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া,

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তনুশ্রী আদক স্বামী- অমিত আদক হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ২৮ নং জে.এল.ভুক্ত পশ্চিম গোপীনাথপুর মৌজায় অবস্থিত হাল এলআর, ১৩৯৩ নং দাগে থাকা হাল এল.আর. ৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত রেকর্ডেড ওনার ঊষাবালা ঘোষের ওয়ারিশানগণ তথা শ্রীমতী রঞ্জু ঘোষ দীগং এর নিকট হইতে তাঁহাদের (শ্রীমতী রঞ্জু ঘোষ দীগং) দ্বারা নিযুক্তকারী সঞ্জীব কুমার দাস (পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী হোল্ডার) গত ইং ২৮/০৬/২০২৪ তারিখে ২৬০৮ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামাপত্র দলিলের দ্বারা আমার মক্কেলকে গত ইং ১৬/০৭/২০২৪ তারিখে ২৮৮৩ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে ৮.৫৭ শতক সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার পর, কাহারো কোন দাবী-দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও. হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No. WB-1593/15

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ কোরবান আলি পিতা-ঁ সেখ কওসের আলি হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ৫৭ নং জে.এল.ভুক্ত খেজুরিয়া মৌজায় অবস্থিত হাল এল.আর. ৭৪ নং দাগে ১৫.৫০ শতক সম্পত্তি তাহার সহোদর ভ্রাতা সেখ রজব আলির নিকট হইতে ১৩৫৯/২০২৪ নং দানপত্র দলিলমূলে মালিকানা হন। উক্ত সেখ রজব আলি এবং আমার মক্কেল উভয়েই গত ইং ০৬/০৪/১৯৯৮ তারিখে ৯৮৬ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে রেকর্ডেড ওনার রেণুকা দেবীর ওয়ারিশানগণ তথা শিপ্রা সিংহরায় দীং এর নিকট হইতে উক্ত শিপ্রা সিংহরায়েরই দ্বারা নিযুক্তকারী তাঁহারই সহোদর ভ্রাতা সুব্রত সিংহরায়ের মাধ্যমে গত ইং ১১/০৩/১৯৯৮ তারিখে ৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত পাওয়ার মূলে উক্ত দাগের সম্পত্তি উক্ত সুব্রত সিংহরায় আমার মক্কেলকে হস্তান্তর করিবার পর, কাহারো কোন দাবী-দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও. হরিপাল অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No. WB-1593/15

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেলিমা বেগম স্বামী- মৃত আব্দুল মালেক মল্লিক, সাং পূর্ব জয়কৃষ্ণপুর, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী ইং ৩০/০৯/২০২৪ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৯৫২ নং দলিলমূলে পূর্ব জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের নিবাসী আলিমা খাতুন বিবি স্বত্বীয় পূর্ব জয়কৃষ্ণপুর মৌজায় ৯০ নং দাগের ১.৬৫ শতক সম্পত্তি তাহার পক্ষে বুক IV, 38 নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী দলিলবলে তাহার স্বামীর স্বাক্ষর দ্বারা রেজিষ্ট্রী হওয়া উক্ত সম্পত্তি হরিপাল বি.এল.আরও অফিস হইতে মিউটেশনকরণ নিমিত্ত আবেদন করা হইয়াছে। উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No. WB-1593/15

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

Legal Notice

KNOW ALL MEN BY THIS PRESENTS my client **Javed Ahmed Khan** S/o Lt. Ali Ahmed of Bhawanipur, Ward No. 5, P.S. Kharagpur (Town), District Paschim Medinipur has already purchased ALL THAT EACH PIECE AND PARCEL of Patit land which is convertable into Bastu measuring 10:00 Decimals situated within District Paschim Medinipur, P.S.& A.D.S.R. Kharagpur, Mouza Inda, J.L. No. 232, L.R. Khatian No 11881, L.R. Plot No. 8562 & 8563 from the owner **Gita Roy** on valuable consideration and it is learnt that there is/was no impediment in executing the Deed of Coveyance at present while the said land has been transferred by the Attorney of the erstwhile owner namely **Amar Prasad Patra** by virtue of execution and registration of the Deed of Sale bearing No. 6967 for the year 2024. My client is now about to file mutation case for recording his name in the L.R.R.O.R in the office of the B.L. & L.R.O., Kharagput-1.

If anybody has any claim or demand regarding the recording of name of my client in respect of the aforesaid property, he or she is hereby requested to submit his or her such claim or objection within 15 days since publication of this notice to me or my client along with proper documentation or they may contact the concerned B.L.& L.R.O within due time. After expiry of such period, any such objection shall have no validity.

Debasish De , Advocate
Midnapire Judges Court, Paschim Medinipur , Mob. : 9932265813

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

আইসিসি-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ১৬তম মিউচ্যুয়াল ফান্ড সামিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকশিত ভারত ২০২৪৭-এর লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি)-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ১৬তম মিউচ্যুয়াল ফান্ড সামিট। এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ভেঙ্কট নাগেশ্বর চালাসানি, চিফ এক্সিকিউটিভ, অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচ্যুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া (এএমএফআই); অনন্ত নারায়ণ গোপালকৃষ্ণন, হোল টাইম সদস্য, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি); শশী কৃষ্ণন, প্রাক্তন সিইও-এনপিএস ট্রাস্ট এবং পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিকিউরিটিজ মার্কেট; কে. এস রাও, ইভিপি, বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও বিতরণ উন্নয়ন প্রধান, আদিত্য বিড়লা সান লাইফ এএমসি লিমিটেড; জয়দীপ কে রায়, অংশীদার-পিডব্লিউসি, ইন্ডিয়া ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অ্যাডভাইজারি লিডার এবং গ্লোবাল হেলথ ইন্সিওরেন্স প্র্যাকটিস লিডার; অভিষেক কাবরা, এমডি, সামারা ক্যাপিটাল; অতনু সেন, চেয়ারম্যান, আইসিসি ন্যাশনাল এক্সপার্ট কমিটি-বিএফএসআই, প্রাক্তন এমডি ও সিইও, এসবিআই লাইফ ইন্সিওরেন্স এবং প্রাক্তন উপ-এমডি, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া; অরুণ লাদ্দা, কো চেয়ারম্যন আইসিসি ন্যাশানাল এক্সপার্ট কমিটি-বিএফআই; সুদিন রায় চৌধুরী প্রাক্তন সদস্য-আইআরডিএআই এবং মেন্টর অফ ইন্সিওরেন্স।

অনুষ্ঠানে আইসিসি ন্যাশনাল এক্সপার্ট কমিটি বিএফএসআই-এর চেয়ারম্যান ও এবং এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের প্রাক্তন এমডি ও সিইও এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডেপুটি-এমডি অতনু সেন বলেন, 'ভারতের ২০৪৭ সালের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সর্বজনীন আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ইউপিআই-এর মতো উদ্ভাবনগুলি অ্যাক্সেসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও, ৭৫০ মিলিয়ন প্যান হোল্ডারদের মধ্যে মাত্র ৪৭ মিলিয়ন মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে, যা ৩.২ শতাংশকে প্রতিফলিত করে।' ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সাক্ষরতার অগ্রগতির বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচ্যুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়ার প্রধান নির্বাহী ভেঙ্কট নাগেশ্বর চালাসানি বলেন, 'বিশ্ব বাজারে ওঠানামা সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি স্থিতিশীলতা এবং প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে। বিশ্ব রেটিং সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন সহ সমস্ত সূচক ভারতকে প্রবৃদ্ধির শীর্ষস্থানীয় চালক হিসাবে তুলে ধরে। তবে, ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন অর্জন করা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নই নয়, আমাদের সকলের জন্য একটি যৌথ দায়িত্ব। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে দেশের প্রতিটি কোণে আর্থিক সমৃদ্ধি পৌঁছাতে হবে।'

কলকাতার বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় নয়া সংজ্ঞা দিচ্ছে 'দ্য বুর্জ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: এটিকে কালিম গ্রুপ কলকাতায় বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় এক নতুন সংজ্ঞা দিতে তৈরি করতে চলেছে এক প্রিমিয়াম ইন্টিগ্রেটেড আবাসিক কমপ্লেক্স 'দ্য বুর্জ'। শনিবার এই প্রিমিয়াম ইন্টিগ্রেটেড আবাসিক কমপ্লেক্স লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করলেন কালিম গ্রুপের চেয়ারম্যান আজাদ তনভীর কালিম এবং এনকে রিয়েটরস-এর ডিরেক্টর ও এনক্লুসিভের এমডি পবন আগরওয়াল। এঁদের সঙ্গে এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এটিকে কালিম গ্রুপের দুই ডিরেক্টর আবরার ইমাম ও মিসবাহারুদ্দিন রসুল এবং আর্কিটেক্ট সুজয় মুখোপাধ্যায়।

এদিনের অনুষ্ঠানে কালিম গ্রুপের চেয়ারম্যান আজাদ তনভীর কালিম জানান, এটিকে কালিম গ্রুপ বিশ্বমানের প্রকল্পগুলি তৈরি করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সঙ্গে এও জানান, 'এই প্রকল্পগুলি বহুমুখিতা, বৈচিত্র্য এবং প্রিমিয়াম মান তুলে ধরে। কলকাতার বুকে এটি হতে চলেছে সবচেয়ে বিলাসবহুল এক আবাসিক ঠিকানা।' এর পাশাপাশি তনভীর কালিম এও জানান, এই কোম্পানিটি সফলভাবে ২ মিলিয়ন বর্গফুট আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থান তৈরি করেছে। কোম্পানির লক্ষ্য আগামী দু'বছরের মধ্যে আরও ৩ মিলিয়ন বর্গফুট জায়গা ডেভেলপ করা। যা রিয়েল স্টেট শিল্পে এক আলাদা মাত্রা দেবে এবং সবাইকে পথ দেখাবে। দ্য বুর্জের ডিজাইনে সবথেকে বড় বৈশিষ্ট হল, উন্মুক্ত স্থানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর নির্মাণ শুধুমাত্র ৩০ শতাংশ জমির মধ্যে। বাকি ৭০ শতাংশ জমি প্রাকৃতিক উন্মুক্ত এলাকা হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

এনকে রিয়েলটরস-এর ডিরেক্টর পবন আগরওয়ালের মতে এই প্রকল্পের অবস্থান, বিলাসবহুল সুযোগ সুবিধা এবং প্রশস্ত অ্যাপার্টমেন্ট দ্য বুর্জকে কলকাতার এক অসাধারণ আবাসিক ঠিকানার সন্ধান দিতে চলেছে। যা ১৭৮৬ বর্গফুট থেকে শুরু করে ২৫০০ বর্গফুটের পরিসরের অ্যাপার্টমেন্ট প্রদান করছে।

বাংলায় খনিজ তেলের হদিশ, কেন্দ্রকে খননের অনুমতি দিচ্ছে না রাজ্য: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের একাধিক জায়গায় খনিজ তেলের সন্ধান মিলেছে, এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে কেন্দ্রের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের গাফিলতির কারণে সব জায়গায় এখনও পর্যন্ত খননকার্য শুরু করা যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের আরও অভিযোগ, রাজ্যের তরফে এখনও পিএমএল অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম মাইনিং লিজ দেওয়া হয়নি। এরফলে রাজ্যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান হচ্ছে না বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা খনন করতে চেয়ে রাজ্য সরকারকে অনেকবার চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী।

প্রসঙ্গত, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার রাজ্যে পেট্রোলিয়াম শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে চান। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্যকে চিঠি পাঠানোর বিষয়টি উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। ২০২০ সাল থেকে ১৯টি চিঠি রাজ্যকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। উল্লেখ্য, ২০২০ সালেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর থেকে খনিজ তেল উত্তোলনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পিএমএলের আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় সংস্থা ওএনজিসি। সূত্রের খবর, ২০২০ সাল থেকে রাজ্য সরকারকে মোট ১৯টি চিঠি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। এর মধ্যে ১৪টি চিঠি দিয়েছে ওএনজিসি। ৩টি চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। অন্যদিকে, ২টি চিঠি প্রাকৃতিক গ্যাসের ডাইরেক্টরেট জেনারেলের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। কোনও রাজ্যের মাটির তলায় খনিজ তেল থাকলে কেন্দ্রকে সেখানে খননের জন্য রাজ্যের কাছ থেকে আগে পেট্রোলিয়াম মাইনিং লিজ বা পিএমএল নিতে হয়। তবে, রাজ্যের তরফে খনন কার্য শুরু করার জন্য গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া যায়নি বলেই দাবি কেন্দ্রের। ২০১৮ সালেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরে বিপুল পরিমানে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি রানাঘাট, কাঁকপুল ও ভুরকুণ্ডার মতো এলাকাতেও খনিজ তেলের সন্ধান মিলেছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, অশোকনগরের মোট ৫.৮৮ বর্গ কিলোমিটার এবং রাজ্যের অন্যান্য প্রান্ত মিলিয়ে মোট ৯৯.০৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এখন দেখার বিষয় যে রাজ্য সরকার কত তাড়াতাড়ি এর সুষ্ঠু সমাধান করে।

গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সহায়তা পাবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা অব্যাহত। এরই মাঝে দীর্ঘদিন পর গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সহায়তা পেতে চলেছে রাজ্য। তবে প্রয়োজন বা চাহিদার তুলনায় তা যথেষ্ট নয় বলেই খবর। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যকে আরও ১ হাজার ৪০০কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। দু'বছর পর এই খাতে রাজ্য ফের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পেল। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে নতুন ৫ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্য গ্রামীণ সড়ক যোজনার বরাদ্দ চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ৩ হাজার কিলোমটার রাস্তার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। এর আগে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে শেষবার ওই প্রকল্পের রাজ্যকে ৩৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। উল্লেখ্য গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পে ৬০ শতাংশ টাকা দেয় কেন্দ্র। বাকি ৪০ শতাংশের ব্যবহার রাজ্যকে বহন করতে হয়। গত ২ বছর ধরে গ্রামের রাস্তা খাতে বাংলাকে এক নয়া পয়সাও দেয়নি মোদী সরকার। গত আর্থিক বছর থেকে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবাস যোজনা খাতে ৮,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য চিঠি দিয়েও শেষমেশ সেই টাকা দেয়নি। একমাত্র অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় করের টাকায় যে অংশ রাজ্যের পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে বাংলা। তা ছাড়া মিড ডে মিল ও সে ধরণের কিছু প্রকল্পে এখনও বরাদ্দ টিম টিম করে টিকে রয়েছে। এমতাবস্থায় সড়ক প্রকল্পে কিছুটা শিকে ছেঁড়াকে ইতিবাচক হিসাবে দেখছে প্রশাসনিক মহল।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার

উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবাই লক্ষ্য, ‘সেবাশ্রয়’ প্রকল্পের ঘোষণা সাংসদ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ফের নয়া উদ্যোগ নিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ডায়মন্ড হারবারের আমতলার সমন্বয় প্রেক্ষাগৃহ আয়োজিত ‘ডক্টরর্স কনভেনশন’ অনুষ্ঠান থেকে ‘সেবাশ্রয়’ প্রকল্পের ঘোষণা করলেন সাংসদ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডায়মন্ড হারবার লোকসভার প্রত্যেকটি বিধানসভায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হবে। আগামী ২ জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রে চালু হবে এই ক্যাম্প। তারপর ধাপে ধাপে ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, বজবজ, মহেশতলা ও মেটিয়াবুরুজ বিধানসভায় ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। লোকসভার মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে ১০দিন করে স্বাস্থ্য শিবির চালানো

হবে। যারা পূর্বের শিবিরগুলিতে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বা যাদের ফলোআপের প্রয়োজন তাদের জন্য আরও পাঁচ দিনের মেগা ক্যাম্প করা হবে। প্রতিটি ক্যাম্পে চারজন করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত থাকবেন। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে হাজারের বেশি চিকিৎসক অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া পাঁচশো’র বেশি ডায়গনস্টিক টেকনিশিয়ান এবং দেড় হাজার সেচ্ছাসেবকও কাজ করবে এই প্রকল্পে। প্রতিটি শিবিরে ব্লাড প্রেসার, সুগার, হিমোগ্লোবিন, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ইসিজি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিনামূল্যে ওষুধও দেওয়া হবে। প্রয়োজনে সংকটজনক রোগীদের রেফারও করা হবে। রেফারের জন্য ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, বিদ্যাসাগর হাসপাতাল, গার্ডেনরিচ সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, এনআরএস, এসএসকেএম, আর জি কর, জেআইএসএম এবং ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স কলকাতাকে বাছা হয়েছে। সেবাশ্রয় প্রকল্পের মাধ্যমে ডায়মন্ড হারবার লোকসভার ৭১টি পঞ্চায়েত এলাকা এবং ৯৩টি ওয়ার্ডের প্রায় ২৩ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশাবাদী সাংসদ।

বাংলাদেশে গ্রেফতার চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুকে নিঃশর্ত মুক্তি ও বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবিতে সনাতনী পরিষদ-এর ডাকে কলকাতার বাঘা যতীন মোড় থেকে প্রতিবাদ মিছিলে অনেক মানুষের সাথে পা মেলালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ডেঙ্গুর নয়া উপসর্গে চিন্তিত চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যমহল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের মরশুমে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। তবে এবার উপসর্গ শুধু জ্বর নয়। সঙ্গে দেখা দিয়েছে শ্বাসকষ্ট-সহ একাধিক নয়া সমস্যা। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আক্রান্তদের ফুসফুস। ফলে চিন্তা বাড়ছে চিকিৎসকদের। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, শীতের মরশুমে ডেঙ্গুর উপসর্গ বলতে মূলত দেখা যাচ্ছে, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, সঙ্গে কমছে অক্সিজেনের মাত্রা। কমছে রক্তচাপ, তলপেটে ব্যথা, বমি, ডায়েরিয়া, দুর্বলতা। এতদিন ডেঙ্গুর উপসর্গ বলতে ছিল, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, হাত-পা ব্যথা, বমি। শীতের মরশুমে ডেঙ্গু আক্রান্তদের অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে শ্বাসকষ্ট। কারও কারও ক্ষেত্রে সমস্যা মারাত্মক আকার নিচ্ছে। করোনা আক্রান্তদের মধ্যে সাধারণ উপসর্গই ছিল শ্বাসকষ্ট। কোভিড মারাত্মকভাবে ক্ষতি করছিল আক্রান্তদের ফুসফুস। করোনা মুক্তির পরও আক্রান্তদের বহু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। ডেঙ্গুতেও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় চিকিৎসকদের কপালে পড়ছে গভীর খাঁজ।

উল্লেখ্য, ডেঙ্গুর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়ে চলেছে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা। স্বাস্থ্যভবনের তরফে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকে পাঠানো রিপোর্ট বলছে, চলতি বছরের অগাস্ট পর্যন্ত রাজ্যে প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯,১১৬ জন। প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ২,১২৩ জন। মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। আগস্টের পর বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের সংখ্যা সবথেকে বেশি রাজ্যের আটটি জেলার ৩১ টি ব্লক। জেলাগুলি হল, আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া এবং বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্যজেলা।

মন্দিরের তালা ভেঙে সর্বস্ব লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সকাল থেকে দমদমের নয়াপট্টির শীতলা মন্দিরে ছিল ভক্তদের ভিড়। এরপর সন্ধের পর তালা বন্ধ করে রাখা হয় মন্দিরের। অভিযোগ, গভীর রাতে ওই তালা ভেঙে সব নিয়ে পালায় চোরের দল। যার মধ্যে চুরি গিয়েছে প্রণামি বাক্সও। শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে দমদমের নয়াপট্টিতে। এখানেই রয়েছে নয়াপট্টি বারোয়ারিতলা শীতলা মন্দির। প্রণামীর টাকা দিয়েই এখানে চলে যাবতীয় অনুষ্ঠান। সারা বছরের পুজোর সামগ্রীও কেনা হয় সেই টাকা দিয়েই। এদিকে এদিন যে মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে সেখানে কাছের রাস্তায় সিসিটিভি থাকলেও মন্দিরের সামনে দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে সেখানে কোনও সিসিটিভি নেই। এলাকার লোকজন বলছেন যদি সিসিটিভি থাকত তাহলে চোর ধরতে অনেকটাই সুবিধা হতো পুলিশের। কিন্তু, স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পুলিশের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি। অনেকের ধারণা, সব ক’টা মন্দিরে চুরির পিছনে কাজ করছে একটিই চোরের দল। স্থানীয়রা সকলেই চাইছেন তাঁদের দ্রুত পাকড়াও করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকেই আটক বা গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

তবে ঘটনা যা বলছে তাতে শুধু নয়াপট্টির এই শীতলা মন্দির নয়, বিগত কয়েক মাসে এলাকার অনেক মন্দিরেই রাতের অন্ধকারে একই কায়দায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। তাতেই এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, যে মন্দিরগুলিতে লাগাতার চুরির ঘটনা ঘটছে সেগুলি সবই নাগেরবাজার থানা এলাকার। অভিযোগ, সব জেনেও কোনও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ।

অপরাজিতা বিল কেন আইন হল না, প্রশ্ন তুললেন শশী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের পর ‘অপরাজিতা’ বিল পাশ হয়েছে বিধানসভায়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তা পাঠিয়েও দিয়েছেন দিল্লিতে। কিন্তু, ওই বিল কেন এখনও আইনে কার্যকর করা হয়নি, এই প্রশ্নেই শনিবার কলকাতার রাজপথে নামে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তর কলকাতা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত হয় এই মিছিল। এদিন এই মিছিলে হাঁটেন শশী পাঁজা, স্মিতা বক্সি, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্তি পাণ্ডে, শ্রেয়া পাণ্ডেরা। অপরাজিতা বিল ইস্যুতেই মিছিল থেকে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন শশী পাঁজারা।

মিছিল থেকে তাঁরা দাবি তোলেন, অপরাজিতা বিল দ্রুত আইনে পরিণত করা হোক। কেন এখনও তা আইনে পরিণত করা হয়নি, সেই প্রশ্ন তোলেন শশী পাঁজারা। অন্যদিকে, দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও যাদবপুরে মিছিল করা হয়। সেই মিছিলের নেতৃত্ব দেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। একই দাবিতে রবিবার রাজ্যজুড়ে ধরনা কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের।

রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই নিয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে না। রাজ্যপাল বিলটি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পাঠিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পড়ে রয়েছে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে তোপ দেগে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ‘আরজি কর কাণ্ডের পর নারী নির্যাতনের ঘটনায় দোষীদের দ্রুত শাস্তির জন্য রাজ্য সরকার অপরাজিতা বিল পাশ করে। বিলটি এখন রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য পড়ে রয়েছে। কেন্দ্র কেন উদ্যোগ নিচ্ছে না? আরজি কর কাণ্ডের পর বিজেপি এবং বিরোধীরা নারীদের সুরক্ষা নিয়ে সরব হয়েছিল, তারা এখন নীরব কেন? কেন বিলটা আইনে পরিণত করা হচ্ছে না।’

পানিহাটিতে মহিলা তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর জি কর কান্ডের পরেই নারী সুরক্ষায় অপরাজিতা বিল পাশ হয় রাজ্য বিধানসভায়। কিন্তু এখনও সেই বিল আইনে পরিণত হয়নি। অপরাজিতা বিল আইনে রূপায়ণের দাবিতে পানিহাটিতে শনিবার পথে নামল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিন একটি মিছিল পানিহাটির পিয়ারলেস নগর গেট থেকে শুরু হয়ে বি টি রোড ধরে ধানকল মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। আরেকটি মিছিল ঘোলা বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে সোদপুর-মধ্যমগ্রাম রোড ধরে কাঁচ কল মোড়ে শেষ হয়। মিছিলে যোগ দিয়ে রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদিকা তন্দ্রা ঘোষ বলেন, অপরাজিতা বিল দ্রুত আইনে পরিনত করার দাবিতে তাঁরা পথে

নেমেছেন। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন। এমনকি বাংলার নারীরাও তাঁর সঙ্গে আছেন। নারী সুরক্ষায় অপরাজিতা বিল অবিলম্বে আইনে পরিণত করা হোক।

রবি-সোম বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন: উরস উৎসবের জন্য বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। ১ ডিসেম্বরের সন্ধে থেকে ২ ডিসেম্বরের সকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। ফলে রবিবার সন্ধে ৭টা থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত অন্য পথে যান চলাচল করবে বলেই জানানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিকের বিভাগের তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে খিদিরপুর রোড-সহ একাধিক রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

বিদ্যাসাগর সেতুই শুধু নয়, এর পাশাপাশি বেশ কিছু রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সেন্ট জর্জ গেট রোড ধরে দক্ষিণের দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ রাখা হবে। খিদিরপুর রোড ধরে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ থাকবে। খিদিরপুর রোড ধরে পশ্চিমগামী গাড়িগুলোকে হেস্টিংস ক্রসিংয়ের দিকে যেতে দেওয়া হবে না। সিজিআর রোড বরাবর পূর্বগামী গাড়িগুলোকে সত্য ডাক্তার রোড ক্রসিং থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। যান চলাচল বন্ধ থাকায় উরস উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে ওই রাস্তাগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো বন্ধ থাকায় ট্রাফিকের উপর চাপ পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, পর্যাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ যানচলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য মোতায়েন থাকবে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে ফুঁসছেন দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিয়ে ফুঁসছেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। হুঁশিয়ারির সুরে জানালেন, ‘আমরা চাল, ডাল না পাঠালে তো খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।’ এরই পাশাপাশি অবিলম্বে পরিস্থিতি শান্ত না হলে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। প্রসঙ্গত, এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, এই ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশেই রয়েছে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও দিয়েছেন কড়া বার্তা।

এরপর শনিবার সুর চড়িয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘আমরা যদি চাল, ডাল পাঠানো বন্ধ করে দিই, তাহলে তো খেতে পাবে না। চিকিৎসা থেকে বিয়ের বাজার, সবকিছুর জন্যই ওদের কলকাতায় আসতে হয়। হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধ না হলে এবার সীমান্ত অবরোধ করে সব আটকে দেব। তখন দেখব, কত দম্ভ।’ এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে এও বলেন, দুই দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নেবে পরিস্থিতি কীভাবে আয়ত্তে আনা হবে তা নিয়ে। তবে এভাবে অত্যাচার চললে মুখ বুজে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলেও সাফ জানালেন দিলীপ। উল্লেখ্য, হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে শুক্রবার মহম্মদ ইউনুসের নোবেল পুরস্কার কেড়ে নেওয়ার কথা বলেছিলেন বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

ইসকনের সন্ন্যাসী তথা চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধামের প্রধান চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারি এবং তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহ মামলা রুজু করা নিয়ে উত্তাল বাংলাদেশ। তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সে দেশে হিন্দুদের প্রতিবাদ যত বেড়েছে, ততই চরমে উঠেছে পুলিশ ও সেনার দমনপীড়ন। প্রতিবাদী মাত্রই আটক হচ্ছেন। বিশেষত টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দুদের ধর্মস্থানগুলি। চিন্ময় প্রভুর পর সে দেশে একে একে ইসকনের তিন ভক্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন। সকলে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। প্রতিবেশী দেশের এই অবস্থায় কড়া অবস্থান নিয়েছে ভারত। নয়াদিল্লির তরফে একাধিকবার সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তায় ইউনুস সরকারকে কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও নিজে এ নিয়ে উচ্চপর্যায়ের জরুরি বৈঠক করেছেন।

হাসপাতালে বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধের প্রস্তাবে তুমুল বিতর্ক জনসমাজে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওপার বাংলায় হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদ। নিজের রোজগারের পরোয়া না করেই কলকাতার এক চিকিৎসক এবং মানিকতলার একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ আপাতত বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল। আর এই সিদ্ধান্ত সমাজমাধ্যমে জানিয়েওছে তারা। এরপরই স্বাভাবিকভাবেই ভাইরাল হয় এই পোস্ট। চিকিৎসকদের পাশাপাশি এই পদক্ষেপকে সমর্থন জানায় আমজনতার একাংশও। তবে একজন চিকিৎসক কিংবা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান রোগীকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কি না, তা নিয়েও বিতর্ক উসকে দেন কেউ কেউ।

ঘটনার সূত্রপাত ঘটে বৃহস্পতিবার। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউইটি)র প্রবেশপথে রাস্তাতেই আঁকা হয়েছে একটি ভারতীয় পতাকার প্রতিকৃতি। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেই পতাকার উপর দিয়ে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে-বেরোতে দেখা যায় একটি ছবিতে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল সেই ছবি। সেই ছবিটি আপলোড করে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ তথা বন্ধ্যত্বরোগ বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘বিইউইটি-র প্রবেশপথে ভারতীয় জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা। সেই পতাকার উপর দিয়েই হাঁটছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। যা দেশ এবং দেশের সকল জাতির জন্য অসম্মানের। চেম্বারে বাংলাদেশের রোগী দেখা আপাতত বন্ধ রাখছি। আগে দেশ, পরে রোজগার। আশা রাখব দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়া অবধি অন্যরাও তাই করবেন।’

ঝড়ের বেগে ভাইরাল হয় ইন্দ্রনীলের এই ফেসবুক পোস্ট। বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু চিকিৎসক এই পোস্টের সঙ্গে সহমত পোষণ করে শেয়ার করেন। শুক্রবার বিকেলে আবার মানিকতলার জেএন রায় হাসপাতাল ফেসবুক পোস্টে লেখে -ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা হাসপাতাল থেকে এই আওয়াজটা উঠুক। সেই পোস্টারে লেখা, ‘আপাতত

বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধ। ভারতের চিকিৎসায় সুস্থ থেকে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা! এটা হতে পারে না।’ এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন চিকিৎসক সুদীপ্ত রায়ও। তবে একাংশ আবার ঠিক মেনে নিতে পারছেন না এমন এক সিদ্ধান্ত। এই প্রসঙ্গে পিয়ারলেস হাসপাতালের সিইও চিকিৎসক সুদীপ্ত মিত্র বলেন, ‘আমরা চিকিৎসক হিসেবে তো একথা বলতে পারি না। কারণ, রোগীর প্রথম পরিচয় তিনি অসুস্থ। তবে আগে প্রতিদিন আউটডোরে দেড়শো থেকে দুশো রোগী আসতেন, এখন সেই সংখ্যা কমে ১০-১৫ তে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশি কোনও রোগী ভর্তি নেই। শুধু এই হাসপাতাল নয়, সব হাসপাতালের ছবিই এক।’ এদিকে স্বাস্থ্যমহল মনে করছে, কলকাতায় যদি এই প্রবণতা চিকিৎসক ও হাসপাতাল মহলে সংক্রমিত হয়, তা হলে বিপাকে পড়বেন অসংখ্য অসুস্থ বাংলাদেশি। কেননা, অপ্রতুল চিকিৎসা পরিকাঠামো ও বিপুল খরচের কারণে বাংলাদেশের বহু রোগী প্রতি বছর কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসেন। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসায় ভরসা রেখেই বহু বাংলাদেশি বেঁচে রয়েছেন। ভারত চিকিৎসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলে সমস্যায় পড়বেন বহু বাংলাদেশি।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেননি কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। শনিবার পুরসভায় তিনি বললেন, ‘বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে আমাদের প্রবল আপত্তি আছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোনও মানুষ অসুস্থ হলে তাঁকে সুস্থ করব না? চিকিৎসক বা চিকিৎসা কেন্দ্রের ধর্ম তাকে সুস্থ করা।’ পাশাপাশি এও বলেন, ‘যদি চিকিৎসা না হয়, এটা আমাদের মানবিকতা বিরোধী, এটা ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভিসা দেয় তাহলে সে চিকিৎসা করাতে পারবেন। কোনও সমস্যা হচ্ছে বলে আমার জানা নেই।’ উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কাণ্ডের জেরে পর্যটক ভিসা বন্ধ থাকলেও মেডিক্যাল ভিসা দেওয়া হচ্ছে।

আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে ফের পথে নামলেন প্রতিবাদীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়ার বিচারের দাবিতে ফের পথে নামলেন প্রতিবাদীরা। প্রসঙ্গত, আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ১১৩ দিন অতিক্রান্ত। অথচ এখনও বিচার মেলেনি। বিচারের দাবিতে শনিবার রাতে পানিহাটির এইচ বি টাউন মোড় থেকে সোদপুর ট্রাফিক মোড় পর্যন্ত মিছিল করেন প্রতিবাদীরা। প্রতিবাদী গান, নাচ, কবিতা ও পথনাটিকার

মাধ্যমে এদিন প্রতিবাদ জানানো হয়। মিছিলে যোগ দিয়ে প্রতিবাদী পায়েল মুখোপাধ্যায় বলেন, ঘটনার ১১৩ দিন অতিক্রান্ত। অথচ এখনও বিচার মেলেনি। ঘটনায় জড়িত আসল অপরাধী কারা, এখনও তা জানা যায়নি। সিবিআই আদালতে একটা প্রাথমিক চার্জশিট জমা দিয়েছে। এখনও সিবিআইয়ের ভরসায় তাঁরা আছেন। তাঁর দাবি, বিচার না মেলা পর্যন্ত তাঁরা রাজপথে নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

সম্পাদকীয়

কেউ বলেন না ক্ষমতায় এলে যোগ্যতা অনুযায়ী সকলের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব

যখন অনেক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প স্রেফ টাকার জন্য আটকে আছে, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, পরিবহণ পরিকাঠামো অর্থের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, সেখানে এই দানখয়রাত কতটা যৌক্তিক, ভেবে দেখা দরকার। আর এই দানখয়রাতের ছায়ায় চাপা পড়ে যায় শাসকের একাধিক দুর্নীতি। যেমন পশ্চিমবঙ্গ। দানখয়রাতের খেয়ায় চেপে বছরের পর বছর শাসক দল নির্বাচনী বৈতরণি পেরিয়ে যায়। এটাকে কোনও মতেই প্রগতিশীল রাজনীতি বলা যায় না। এটা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি। রাজ্যে স্থায়ী ভাবে উন্নয়ন না করে, মানুষকে স্বনির্ভর না করে, সন্তোষজনক রোজগারের নিশ্চয়তা না দিয়ে শুধু ভিক্ষার দান বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে শাসকের বাহাদুরি থাকতে পারে, কিন্তু রাজ্যবাসীর পক্ষে তা চরম অপমানের। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। জনমনোরঞ্জনের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করেছে সরকার। সবটাই ভোটমুখী। যার প্রয়োজন আছে সেও প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছে, যার নেই সেও নিচ্ছে। শাসক দল দরাজহস্তে সবাইকে প্রকল্প পাইয়ে দিচ্ছে। চোখের সামনে দেখেছি স্বামীর ভাল রোজগার থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করতে। প্রশ্ন, সরকার কার টাকা দিচ্ছে? জনগণের দেওয়া করের, যা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার কথা। এই দানখয়রাতের কিন্তু প্রকৃত গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছেন না। তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকছেন। ভোটের জন্য দানের প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ভোট এলে নেতারা সাইকেল, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিদ্যুতের বিল মকুবের কথা বলেন। কেউ বলেন না আমরা ক্ষমতায় এলে পরিবহণ, চিকিৎসা, শিক্ষা-পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি সাধন করব? কেউ তো বলেন না যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে দানের প্রতিযোগিতা ও দানখয়রাত বন্ধ করতে নতুন আইন আনা জরুরি।

শব্দবাণ-১১৮

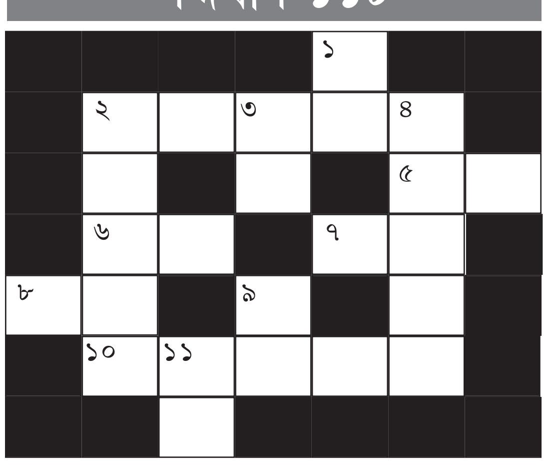

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. জলপথে বাণিজ্যকারী ৫. হত্যা, খুন ৬. অব্দ ৭. বেড়, পরিধি ৮. সিংহ ১০. জলের শত্রু।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মশারি টাঙাবার ফ্রেম ২. পারিবারিক ৩. গমন করি ৪. সমাধিস্থান ৯. খেয়া পারাপার ১১. কেশ।

সমাধান: শব্দবাণ-১১৭

পাশাপাশি: ১. বিচ্যুতি ৩. কুবিধা ৫. লহর ৬. রগড় ৭. আয়োগ ৯.অনেক ১১.টক্কর ১২. ভরন।

উপর-নীচ: ১. বিপুল ২. তিমির ৩. কুটির ৪. ধাঙড় ৭. আকাট ৮. গভীর ৯. অশুভ ১০. কষন।

জন্মদিন

আজকের দিন

মেধা পাটেকর

১৯৫৪ *বিশিষ্ট সমাজসেবিকা মেধা পাটেকরের জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী উদিত নারায়ণের জন্মদিন।*

১৯৮০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ কাইফের জন্মদিন।*

একনজরে ওয়াকফ সংশোধনী বিল

অশোক সেনগুপ্ত

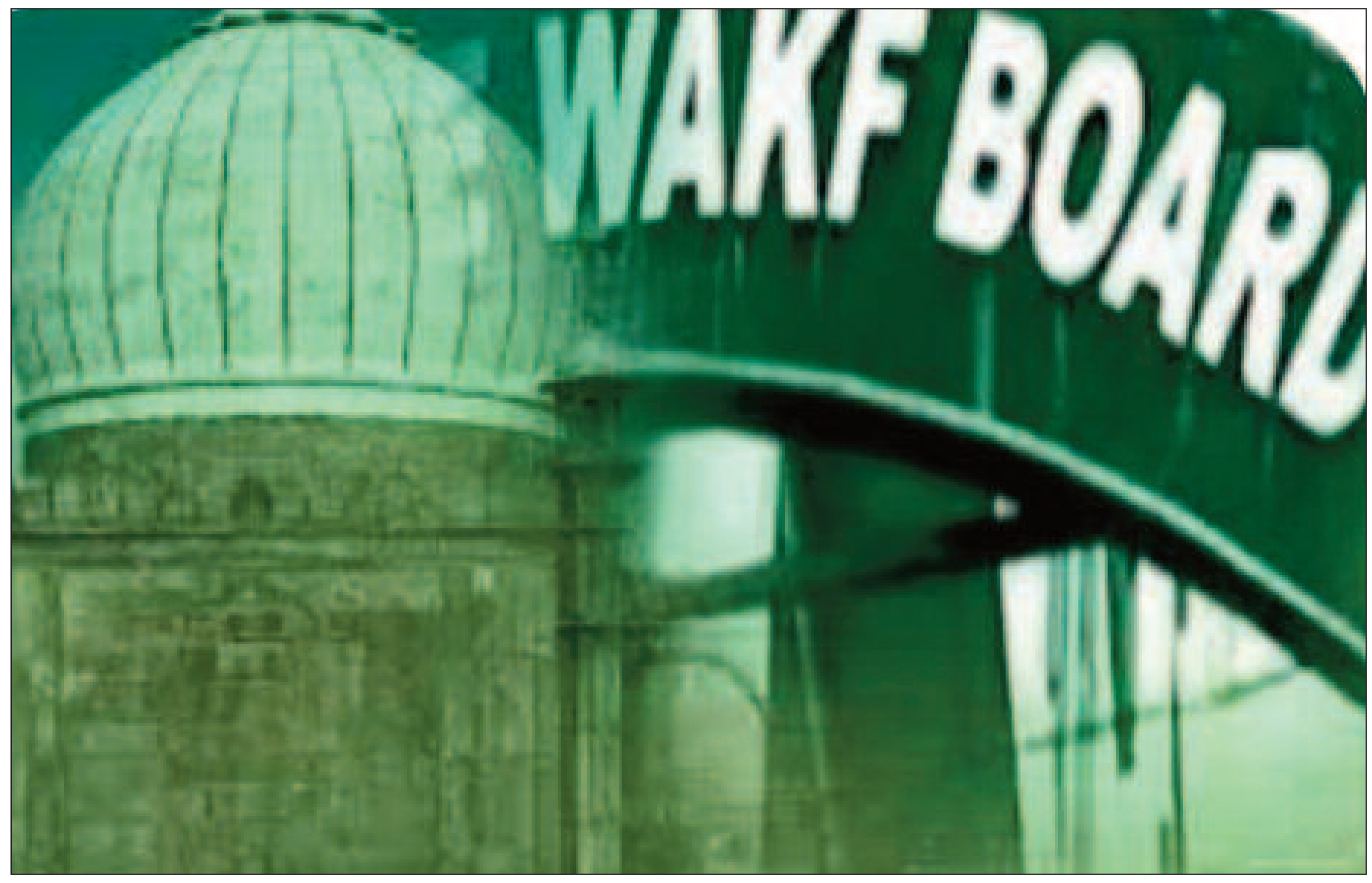

কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিল ঘিরে অব্যাহত বিতর্ক। বারাণসীর ১১৫ বছরের উদয় প্রতাপ কলেজের মালিকানা দাবি করেছে উত্তরপ্রদেশের সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড। যদিও সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) মেয়াদ ২০২৫ সালের বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব পাস হয়। জেপিসি-র চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল ২৮ নভেম্বর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ধ্বনি ভোটে তা অনুমোদিত হয়।

জেপিসি কী?

এতে লোকসভার ২১ জন এবং রাজ্যসভার ১০ জন সদস্য রয়েছেন, যার মধ্যে ১৩ জন বিরোধী দলের। ওয়াকফ আইন সংশোধনের লক্ষ্যে জেপিসি, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকারী আধিকারিক, আইন বিশেষজ্ঞ, ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য এবং অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে একাধিক বৈঠক করছে।

ওয়াকফ সম্পত্তি কি?

মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষরা যদি তাঁদের সম্পত্তি আল্লার নামে দান করে তবে সেই সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে গন্য হয় এই সম্পত্তি আর বিক্রি করা যায় না। আমাদের দেশে রেল এবং মিলিটারির পরে সবচেয়ে বেশী সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডের।

পরিকল্পনা কবে থেকে?

বিশেষজ্ঞ সুদীপ্ত গুহর মতে, '১৯০৬ তে ঢাকায় যখন মুসলিম লীগ তৈরি হয়, তখন থেকেই মুসলিম লীগ পুরো বাংলাকে দেখলের তালে ছিল। এবং এর জন্য বিভিন্ন উদার বাঙালী নেতাদের তারা সাহায্য নেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা চলে তখন ১৯২৩ এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেঙ্গল প্ল্যান এ ৬০u আইনসভার আসন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখার কথা বলেন। যা ৩৭০ এর নামান্তর মাত্র।

এর পরে যতীন সেনগুপ্ত, শরৎ বোসরাও যথাসম্ভব মুসলিমদের সাহায্য করেন। ১৯৩৭ এ আইনসভায় এমনভাবে আসন সংরক্ষণ রাখা হয় যে ১৯৩৭, ১৯৪১ এবং ১৯৪৬ এ মুসলিম ছাড়া আর কারো পক্ষে জেতা সম্ভব হয় না। তিন প্রধানমন্ত্রীই মুসলিম হন। এখনকি সুভাষ বোসকেও ভোট দেয়া নি কোন মুসলিম।

স্বাধীনতার পরে হিন্দুদের তাড়ানো হয় গ্রাম থেকে ভূমি সংস্কার আইনে। আর শহর থেকে ভাড়াটে আইনে। সঙ্গে ইংরেজরা চলে গেলে বাঙালী মাহিষ্য, বণিক, তিলি, সদগোপ, কৈবর্ত্যরা ব্যবসা হারায়, যার পিছনে ছিল মাকুদের দালালি।

এর পরে চাকরিতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ। মাকু বামুন কায়েত বৈদ্যদের দারা চালিত সংবাদপত্র হিন্দু বাঙালী ওবিসি দের উপর এতবড় অন্যায়কে সম্পূর্ণ চেপে দেয়া সংবাদ সেন্সার করে

তবে এবার যদি ওয়াকফ বিল আসে, ভগবান একটা বড় বিচার করতে চলেছে। যে সব বামুন কায়েত বৈদ্য ভূমি সমস্কারের সময় নৃত্য করতো কিংবা ওবিসি সংরক্ষণ মুসলিমদের দেয়ায় চুপ ছিল, তাঁদের জমি এবার দখল শুরু হবে। ছেলেমেয়ে আমেরিকা ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে এসে দেখবে ফ্ল্যাট ওয়াকফ সম্পত্তি হয়ে গেছে। বিশ্বভারতী ওয়াকফ হলে সেনবাবুর (অমর্ত্য সেন) সেই হাতানো জমি কি ছাড় পাবে?'

বর্তমান বিতর্কের সূত্রপাত

'২৪-এর ৮ আগস্ট লোকসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিল পেশের দিনেই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে সরকারপক্ষ। রিজিজু বিলের সমর্থনে বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী লোকসভা কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান। অনেক হইচই হয়।

বিরোধীদের প্রবল চাপে ওই বিল সংসদীয় যৌথ কমিটিতে পাঠাতে হয়। এটা বিরোধীদের কাছে বড় জয় হিসাবেই দেখা হয়। কারণ এনডিএ সরকার চাইলে এই বিল ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে নিতে পারত। কিন্তু সেখানে এমন কয়েকটি যুক্তি বিরোধীরা তুলে ধরেন তাতে আগামী বছর ২০২৫ সালের বাদল অধিবেশনের আগে পর্যন্ত এই বিল আর সামনে আসবে না।

নতুন ওই বিলে ৪৪টি সংশোধনী আনতে চায় কেন্দ্র। যার বেশিরভাগে আপত্তি বিরোধীদের। তাই ওই কমিটি ২৬টি বৈঠক করার পরও নিয়ে সবর্সম্মত রিপোর্ট তৈরি করতে পারেনি।

বিরোধী দলগুলির অভিযোগ

এই সংশোধিত বিল কঠোর এবং নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে নিশানা করে করা হয়েছে। উল্টে সরকারপক্ষ এবং এনডিএ শরিক দল জেডিইউ ও তেলুগু দেশম পার্টি বিলকে সমর্থন জানায়।

কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল এই আইনকে কঠোর বলে বর্ণনা করেন। তাঁর অভিযোগ, এই আইন দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করবে। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও বিপন্ন করবে। ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিম সদস্যের নিযুক্তিরও বিরোধিতা করেন তিনি। বিভাজনের এই রাজনীতিকে দেশবাসী মেনে নেবেন না বলে তাঁর দাবি।

সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব লোকসভায় বলেন, বিজেপির কট্টর সমর্থকদের খুশি করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিমদের আনার পিছনে রহস্য কী! দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের আরেক সদস্য মহিবুল্লা বলেন, মুসলিমদের প্রতি এটা অবিচার। আমরা বিরাট ভুল করতে চলেছি। এটা একটি ধর্মের প্রতি অন্যায়।

এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ার কন্যা সুপ্রিয়া সুলের অভিযোগ, এই বিল আনার আগে সরকার কারও সঙ্গে আলোচনা করেনি। তিনি এই বিলকে বৃহত্তর আলোচনার স্বার্থে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। মিম প্রধান আসাউদ্দিন ওয়েইসি বলেন, এই বিল আমাদের দ্বিখণ্ডিত করবে। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জায়গায় বিভাজন করবে। এই বিল প্রমাণ করে আপনারা মুসলিমদের শত্রু।

সংসদে সরকারপক্ষর জবাব

ওয়াকফ বোর্ড মাফিয়ারা দখল করে বসে । এই বিলে কোনও ধর্মের অধিকারে নাক গলানো হচ্ছে না। বিরোধীদের কড়া সমালোচনা করে সংসদীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেন, 'আমি প্রতিবাদ করছি অধিবেশন ভণ্ডুল করার চেষ্টার বিরুদ্ধে। যা করছে কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগীরা।

এই বিলের সঙ্গে কোনও ধর্মকে জড়িত করা সদস্যদের উচিত নয়। আমরা বলিনি যে, অন্য ধর্মের কাউকে ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য করা হবে। বিলে রয়েছে, একজন সংসদ সদস্য বোর্ডের সদস্য হবেন।

বিরোধীরা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছেন। অনেক মুসলিমই আমাকে বলেছেন, বোর্ড এখন মাফিয়ারা নিয়ন্ত্রণ করছে। অনেক সাংসদ যাঁরা বিরোধী রাজনীতি করেন, তাঁরাও আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁদের সমর্থন এই বিলের প্রতি। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁরা মুখ খুলতে পারছেন না।'

কেন্দ্র কেন সংশোধনী আনতে চায়?

২০১৩ র সংশোধনীর পরে যেহেতু বিহার এবং তামিলনাড়ুতে এ নিয়ে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। বিশ্লেষক সুদীপ্ত গুহর মতে, তাইলে বর্তমান আইন অনুযায়ী ডোভার্স লেন, সল্টলেক, নিউ টাউনের কোন একটা ব্লক বা বিদ্যাসাগর কলোনি যদি ওয়াকফ বোর্ড দখল নেয়, কোন আদালত, পুলিশ বা সরকার তাঁদের বাঁচাতে পারবে না।

এই অবস্থায় সম্পূর্ণ গনতান্ত্রিক উপায়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি সারা ভারতে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। বহু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিও এই আইনের সংশোধন চান।দ

তৃণমূলের বক্তব্য

বৃহস্পতিবার (২৮/১১/২৪) বিধানসভায় ওয়াকফ বিল নিয়ে সোচ্চার হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট করে জানান, ওয়াকফ বিল নিয়ে সংখ্যালঘুদের পাশেই থাকছেন তিনি। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন।

অপরূপা পোদ্দার ওরফে আফরিন আলি '২৪-এর ২৮ নভেম্বর এক্স বার্তায় লেখেন, বুলডোজার দিয়ে ওয়াকফের দখল হওয়া জমি ভাঙতে পারব না, বিধানসভায় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওয়াকফ বিল নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি কেন্দ্র। কোনও ধর্মের উপর অত্যাচার হলে তিনি মানবেন না।দ

ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করে শনিবার (৩০/১১) পথে নামে তৃণমূল। এসবের মধ্যেই এই ওয়াকফ ইস্যুতে এবার নয়া দ্বন্দ্ব শুরু হয় ফিরহাদ হাকিম বনাম সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মধ্যে।*

সিপিআই (এম)-এর বক্তব্য

দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রাস করতে আইন সংশোধনে নেমেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আর চালু ওয়াকফ আইন প্রয়োগ না করে সম্পত্তি নয়ছয়ের ব্যবস্থা করছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। রুখতে হবে দুই অন্যায়।

কেন্দ্রের এই বিল আনার দরকার ছিল না। যখন দুর্নীতি চলছে, খাওয়ার জিনিসের দাম, বিদ্যুতের বিল বাড়ছে, সেই সময়েই, যারা ওয়াকফ প্রসঙ্গে কিছু জানেন না, তাঁরাও হৈচৈ করছেন। যখন ওয়াকফ বোর্ড তৈরি হয়নি, ওয়াকফ আইন আসেনি তখন এই হুগলী জেলায় হাজি মহম্মদ মহসিন নিজের সমস্ত টাকা-পয়সা সম্পত্তি ওয়াকফ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরে সেগুলি বেদখল হয়ে যায়। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে আমি সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম। তখন নতুন করে মতোয়ালী কাউন্সিল তৈরি করি। সেই কাউন্সিল এখন ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করছে।

সর্বত্র ওয়াকফ সম্পত্তি লুট হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে। এখানে তৃণমূল অন্যত্র বিজেপি, যে যেখানে শাসনে , তা করছে। গত বারো বছর ধরে যে সম্পত্তি লুট হচ্ছে সেটা আটকাচ্ছেন না মমতা ব্যানার্জি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও কিছু করেননি। এখন মোদী বলছেন নতুন আইন নিয়ে আসব। দেশে চালু ১৯৯৫'র ওয়াকফ আইন যথেষ্ট। আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

সংখ্যালঘু নানা সংগঠন/নেতৃত্বের বক্তব্য

মুসলমানের অধিকার রক্ষায় জমিয়তে উলেমা হিন্দের ধারে-কাছে কেউ নেই। এই দাবি করে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেছেন, মুসলমানদের নিয়ে লড়াই আন্দোলনে আমার সংগঠনের ধারে কাছে কেউ নেই।

ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রের তৈরি সংশোধনী বিলে মুসলিমদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে ২৮/১১/২৪ রানি রাসমণিতে সমাবেশের ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলেমা। সেখান থেকেই নরমে গরমে কেন্দ্র ও রাজ্যকে বার্তা দেয় সংগঠনের নেতৃত্ব।

রানি রাসমণি রোডে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৪ বাতিলের দাবিতে সরব হয় পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তে উলামা। দলের অন্যতম মুখ তথা রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, 'সংবিধানে হস্তক্ষেপ হলে কী করতে হয় জানি। তখন সেভাবে খেলা হবে। বিজেপির অধিকার নেই, সংশোধনী ওয়াকফ বিল নিয়ে আসার। এ ব্যাপারে যা করার আমরাই করব।'

কেন্দ্র সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরির হুঁশিয়ারি, কেন্দ্র সরকার বিল পাশ করলে আমরাও তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। কারণ, এটা রাজনৈতিক তরজা করার লড়াই নয়, নিজের সম্পদ রক্ষা করার লড়াই। এটা কোনও রাজনৈতিক ইস্যু নয়, ওয়াকফ সম্পত্তিতে কেন্দ্র সরকারের 'লালসা' হচ্ছে। মুসলমানদের সম্পদ লুট করার চেষ্টা হচ্ছে। ৪০ পাতার সংশোধনীতে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন ধ্বংস করতে চাইছে কেন্দ্র। জোর করে আইন চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সংবিধানে ধর্মাচারণের স্বাধীনতা । সেই স্বাধীনতাকে হরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। এ দিকে দেশের সমস্ত বিরোধী দল ওয়াকফ আইন প্রত্যাহার চাইছে। ৬ লক্ষের বেশি একর ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। আর অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, তামিলনাড়ুতে দেবত্তোর সম্পত্তি রয়েছে ৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর। দেবত্তোর সম্পত্তি নিয়ে কোনও কিছু করতে চায়নি কেন্দ্র।

ক্বারী ফজলুর রহমানের বক্তব্য, সংবিধান প্রদত্ত মানুষের হক বা অধিকার বজায় রা'তে হবে। জোর করে তা ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। ওয়াকফ সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে আমরা সর্ব শক্তি দিয়ে লড়াই করব। ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিম সম্প্রদায়ের একান্ত নিজস্ব। তাই এই সম্পত্তির অধিকার ছাড়ব না। তিনি অভিযোগ করেন, মুসলিমরা ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করতে লড়াই করেছে। আজ তাদেরই হক কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্র। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় আরও বেশি সক্রিয় হওয়ার আর্জি জানান।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা পুবের কলম-এর সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন সংবিধানে 'ওয়াকফ' উল্লেখ নেই।

বসিরহাট দরবার শরীফের পীরজাদা খোয়ায়েব আমীনের বক্তব্য, কেন্দ্র সরকার যা খুশি তাই করতে চাইছে। ভারতের ত্রিশটি ওয়াকফ বোর্ড রয়েছে। রাজ্যের ভূমিমন্ত্রীর দায়িত্ব ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার করা। আমরা চাই, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওয়াকফ নিয়ে লড়াই করুন। আমরা পাশে আছি।

সভা পরিচালনা করে জমিয়তের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মুফতি আবদুস সালাম। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী, পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী, বসিরহাট দরবার শরিফের পীরজাদা খোবায়েব আমীন, মাওলানা আবুল কাশেম, আমীরে শরীয়ত মাওলানা মনজুর আলম কাশেমী, মুফতি ইমদাদুল ইসলাম, আইনজীবী সৈয়দ শামসুল আরেফিন, আইনজীবী আবদুস সামাদ প্রমুখ।

সুর চড়িয়ে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বলেছেন, ওয়াকফ বিল আদতে মুসলিমদের অধিকারকে লঙ্ঘন করবে।

সিদ্দিকি বলেন, 'আমরা প্রথম থেকে বিরোধিতা করছি এই বিলের। যৌথ সংসদীয় কমিটিতেও মেইল করেছি, বিরোধিতা করেছি। জেপিসি এখানে আসবে। আমরা কেন বিরোধিতা করছি, তার কারণ ব্যাখ্যা করতাম। কিন্তু তারিখ পিছিয়ে দিল। সেটা দুর্ভাগ্যজনক। নতুন করে কোনও তারিখ নির্ধারিত হবে বলেও মনে হচ্ছে না।'

নওশাদের দাবি, আসলে বিজেপি দুটি কারণে ওয়াকফ বিল আনতে চাইছে। তাঁর ব্যাখ্যা, 'প্রথমে মেরুকরণের রাজনীতি। দ্বিতীয়ত, মূল্যবান সম্পত্তিগুলোকে বকলমে লুটে নেবে। এটা বিজেপি করছে।'

সমস্যা কোথায়?

বিশ্লেষক সুদীপ্ত গুহ জানিয়েছেন, 'ধরুন আপনার বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, যাদবপুর বা দমদমে একটা বাড়ী । বাড়ী বিক্রি করতে গিয়ে দেখলেন, আপনার পাড়া পুরোপুরি ওয়াকফ বোর্ডের দেখলে। ভাবছেন রসিকতা করছি? মিথ্যা বলছি? আইন তাঁদের এই অধিকার দিয়েছে। আপনি আদলাতে যেতে পারবেন না। আপনাকে ওয়াকফ বোর্ডের কাছেই যেতে হবে।

আপনাকেই প্রমান করতে হবে যে সেটা আপনার সম্পত্তি। যদি ওয়াকফ বোর্ড না মানে, তবে আপনি আদালত যেতে পারবেন না। আর সবচেয়ে বড় কথা হল ২০১৩ তে ওয়াকফ আইনের সংশোধন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ড যে কোন সম্পত্তি নিজের বলে ঘোষণা করতে পারে।

বিহার এবং তামিলনাড়ুতে এমন ঘটনা ঘটেছে। সম্পত্তি বেচতে গিয়ে তামিলনাড়ুতে এক ব্যক্তি দেখেন তাঁর সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডের। আর বিহারে ওয়াকফ বোর্ড একটি মহল্লায় নোটিস দেয় যে পুরো মহাল্লার সম্পত্তি তাঁদের এবং এক মাসে তা খালি করতে হবে। এই আইন অনুযায়ী, আপনি ওয়াকফ বোর্ডের কাজে বাধা দিলে দুই বছর জেল।

তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের অন্যতম অভদ্র সাংসদকে এই যৌথ সংসদীয় কমিটিতে ঢুকিয়ে রোজ কিছু না কিছু গন্ডগোল করাচ্ছেন, খবরের শিরোনামে এসে ৩০ শতাংশ ভোটকে নিজের বাক্সে রেখে দেবার জন্য। আজ নিজের হাতে কাচ ভেঙে একদিন সাসপেন্ড। কিন্তু এর মাধ্যমে এই ঘটনা জেনে গেল পশ্চিমবঙ্গর সেই ৩০ শতাংশ মানুষ যাদের ভোট এখন তৃণমূলের ভীষণ দরকার। মুসলিমদের এতো বড় বন্ধু আর কে এই দেশে?'

'অনেকেই ভাবছেন, কেন্দ্রে ওয়াকফ বিল পাশ হওয়ার পরে কি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এই বিল কাজে লাগবে? সারা দেশের যেখান এক আইন সেখানে পশ্চিমবঙ্গর কিভাবে আলাদা আইন হয়? এটা কিন্তু সম্ভব যদি রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেন। ওবিসি এ এবং ওবিসি বি সারা ভারতে কোথাও নেই। পশ্চিমবঙ্গ শুরু করে আর সেই দেখেই সারা ভারতে মুসলিমদের চাকরিতে সংরক্ষণ দেবার জন্য জাতভিত্তিক জনগণনার দাবী জানান রাহুল গান্ধী। পশ্চিমবঙ্গর ওয়াকফ বিল তেমনই একটা পরীক্ষা হতে পারে। মুসলিমরা জানে হিন্দু বাঙালী মূর্খ বামুন কায়েতদের যখন মাকু বানিয়ে দেয়া গেছে, তখন এই ভূখন্ড দখল সময়ের অপেক্ষা। আর এর সাফল্য দেখেই দশ বছর পরে কংগ্রেস আবার হয়তো সারা দেশে এই দাবী তুলবে।' সুদীপ্ত গুহ লিখেছেন (২২/১১/২৪)।

কী হতে পারে?

বিশ্লেষক রাজীব দেবের কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই বিল আনাও হবে এবং সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পাশও হবে। এখন কথা হলো, বিধানসভার বিরোধী দল এটা আটকাতে কোন ভূমিকা নেবে (যদি আদৌ আটকাতে চায়)? যদি সত্যিই আটকাতে চায়, তাহলে এই বিল পেশ করাকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধী আন্দোলন প্রবলভাবে শুরু করার খুব ভাল সুযোগ । কিন্তু সমস্যা হল, সেই সুযোগ সদ্ব্যবহার করার সদিচ্ছা আদৌ বলে মনে হয় না। আর সেই সুযোগের সম্ভাবনাকে লাভদায়কে পরিণত করার মত উপযুক্ত নেতা কি বঙ্গ বিজেপির ? কোন কোন পন্থা অবলম্বন করা যায় সেটা বলাই যায়, কিন্তু ওপেন প্ল্যাটফর্মে বলা উচিত নয়। শুধু ইঙ্গিতের জন্য বলি, মাননীয়ার দেখানো পথেই বিধ্বংসী আন্দোলন করতে হবে। শুধু রুটিন মেনে ধর্ণা দেওয়া আর তার পরে সিনেমা দেখা, কিংবা টিভি চ্যানেলের বুমের সামনে রুটিন মাফিক বাতেলা দিয়ে হবে না।'

আরামবাগে শিশু কন্যাদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ৫ বছরের জেল অভিযুক্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তিনজন শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির পাঁচ বছর জেলের সাজা ঘোষণা করল আরামবাগ মহকুমা আদালত। অভিযুক্তের নাম সন্তোষ পাল। বাড়ি আরামবাগের দৌলতপুর এলাকায়। শনিবার আরামবাগ মহকুমা আদালত অভিযুক্ত সন্তোষের পাঁচ বছরে জেল দেওয়ার পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে এক মাসের জেল। সরকারকে তিন শিশু কন্যার পরিবারকে ৭৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে আদালত। উল্লেখ্য, গত ২০১৮ সালে ঘটনাটি ঘটে আরামবাগের দৌলতপুরে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় তৃতীয় শ্রেণির তিন ছাত্রীকে অ্যাকোরিয়ামের মাছ দেখানোর প্রলোভন দেখিয়ে দোকানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে ওই এলাকার এক পাথর মিস্ত্রির বিরুদ্ধে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্তের উপর চড়াও হয় স্থানীয়রা। বেধড়ক মারধরে করে অভিযুক্তকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। স্থানীয়দের হাত থেকে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর আরামবাগ মহিলা থানার পুলিশ পকসো আইনে মামলা করে কোর্টে তোলে অভিযুক্তকে। এরপর মামলা চলতে থাকে। শনিবার আরামবাগ মহকুমা আদালতের মহামান্য বিচারক কৃষান আগরওয়াল বিচারের রায় দেন। এই প্রসঙ্গে আরামবাগ মহকুমা আদালতের আইনজীবী অনুপ কুমার দে বলেন, এই কেসের তদন্ত করে পুলিশ চার্জশিট দিয়েছিল। পকসো আইনে মামলা হয়। ২০১৮ সালের ঘটনা। তিন জন শিশু কন্যার উপর যৌন নির্যাতন হয়। বিচারক এই মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করেছেন। প্রত্যেক এভিডিয়েন্স দেখেছেন এবং আগে সমস্ত সাক্ষী দেওয়া হয়েছিল সব কিছু দেখে এই রায় দিয়েছেন। আমার মনে হয় এই রায়টা ঐতিহাসিক রায়।

অন্যদিকে দিকে আসামী পক্ষের আইনজীবী দেবল দে বলেন, আজকে সাজা ঘোষণা হল। এই রায়ে আমরা খুশি নয়। এটি মোটিভেটেড রায়। আমরা উচ্চ আদালতে যাব এই রায় আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমাদের আইনের ওপর ভরসা আছে আমরা ন্যায় বিচার পাব।

মালদার শিক্ষা ভবনে চালু হল ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম

উদ্বোধনে রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্কুলের পরিকাঠামগত সহ একাধিক সমস্যার সমাধান তুড়ি মেরে মিটিয়ে ফেলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মালদায় চালু হল ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম। অনলাইন পদ্ধতিতে ডকেট নম্বর অনুযায়ী যেকোনো মাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলো থেকে শুরু করে শিক্ষক - শিক্ষিকাদের সমস্যা সহজেই জানা যাবে। শুক্রবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ইংরেজবাজার শহরের অতুল মার্কেট সংলগ্ন শিক্ষা ভবনে এই ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমের উদ্বোধন করলেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস সহ বিশিষ্টজনেরা।

এদিন রাতে কলকাতা থেকে হাটেবাজারে এক্সপ্রেস ট্রেনে করে, মালদায় আসেন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। এরপর এদিন ইংরেজবাজার শহরের অতুল মার্কেট সংলগ্ন শিক্ষা ভবনে এসে ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। রাজ্যে এই প্রথম অনলাইনের মাধ্যমে এমন সুব্যবস্থার বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ বিভিন্ন ব্লকের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সঙ্গে আলোচনা করেন মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন বলেন, বিগতদিনে মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত ফাইল শিক্ষা দপ্তরে জমা পড়লে তার কাজ কতটা এগালো সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারতেন না সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারা। কিন্তু এবারে অনলাইন পদ্ধতিকে ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমের সমস্ত সুবিধা বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে সামনে এনে দিয়েছে। শিক্ষক - শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা দপ্তরের কর্মীদের নানান সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ের ফাইলের অবস্থান কি রয়েছে তা এই অনলাইনের ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম বলে দিতে পারবে।

শিশুদের স্কুলমুখি করতে উদ্যোগ কাউন্সিলারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: স্কুলছুট আটকাতে শিশুদের আরও স্কুলমুখি করতে উদ্যোগ চিকিৎসক কাউন্সিলারের। নিজের উদ্যোগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু পড়ুয়াদের একদিনের শিক্ষামূলক ভ্রমণ করালেন বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। নিজের ওয়ার্ডে বারবার ব্যতিক্রমী কাজ করে মানুষের মন জয় করেছেন চিকিৎসক পুরপিতা। বারাসাত পুরসভার ইতিহাসে এই ১৩ নম্বর ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন বামেদের দখলে ছিল। ফলে নাগরিক পরিষেবা ছিল তথৈবচ। ওয়ার্ডের মধ্যে দুটি প্রাথমিক স্কুল চলত ধুকে ধুকে। এবার ডাঃ সুমিত কুমার সাহাকে প্রার্থী করে প্রথম এই ১৩ নম্বর ওয়ার্ডটি তৃণমূলের দখলে আসে। রাজনীতিতে নবাগত পুরপিতা মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরসভার সহযোগিতায় একের পর এক ব্যতিক্রমী কাজের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ডটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বিদ্যালয়ে জেলার মধ্যে প্রথম স্মার্ট ক্লাস, বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রথাগত নিকাশি ড্রেনকে আধুনিকতার ছোঁয়ায় জল নিকাশির পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। এবার স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে শিশু পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। শুক্রবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের দুটি বাসে করে আলিপুর চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে পুরপিতা জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষা দপ্তর শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নের জন্য লাগাতার কাজ করে চলেছে। দিনদিন স্কুল ছুটের সংখ্যা কমছে। সেই কাজেই অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যাতে পড়াশুনার প্রতি আরও আগ্রহ বাড়ে তার জন্যই এই উদ্যোগ। এদিন শিক্ষামূলক ভ্রমণ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, পুরপিতা সৌমেন আচার্য, সমীর তালুকদার সহ অন্যান্যরা।

বন্ধু মহলের ব্যবস্থাপনায় মৌশুনী দ্বীপে অনুষ্ঠিত হল ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখান: প্রতিবছরের মতো এই বছরও নামখানা ব্লকের মৌশুনী দ্বীপের বাগডাঙা এলাকায় অনুষ্ঠিত হল ফুটবল প্রতিযোগিতা। বন্ধু মহলের ব্যবস্থাপনায় চার বছরের এই ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদার। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি। সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া একটা দ্বীপ মৌশুনী। যেখানে প্রতিবছরই নোনা জলে প্লাবিত হয়ে থাকে বিভিন্ন এলাকা। যে এলাকার বেশিরভাগ মানুষের রুজি রোজগার বলতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সেই এলাকায় ফুটবল প্রতিযোগিতাকে বাঁচিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ নিলেন এই মৌশুনী বন্ধুমহল। এই প্রসঙ্গে ক্লাব সভাপতি চয়ন বাবু বলেন, মৌশুনী দ্বীপে খেলাটা ১৫ বছর হলেও আমাদের এই বন্ধুমহল আয়োজন করছে চার বছর। এই প্রত্যন্ত এরিয়াতে প্রান্তিক মানুষের মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং যুব সমাজ যাতে খেলাধুলা থেকে পিছিয়ে না পড়ে তার জন্যই আমরা এই খেলার আয়োজন করে থাকি। আমাদের এই ক্লাবের কোনও নির্দিষ্ট ফান্ড নেই ফলে আমাদের ক্লাবের সদস্য চাঁদা তুলে এর আয়োজন করেছে। একমাস আগে থেকে আমাদের পরিকল্পনা ছিল। কিভাবে এত বড় টুর্নামেন্ট সম্পূর্ণ করা যায়। আমাদের এবছর প্রাইজ ছিল প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ টাকা ও সঙ্গে ট্রফি। দ্বিতীয় পুরস্কার আশি হাজার টাকা ও সঙ্গে ট্রফি। এটা করতে গিয়ে আমাদের কুসুম তোলা এবং বাগডাঙার কিছু মৎস্যজীবী তাঁদের মাছ ধরার জাল সামগ্রী এবং শ্রম দিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ক্লাবের সদস্যরা ৩-৪ দিন নদীতে মাছ ধরে এই টাকা জোগাড় করেছে।

কামারপুকুরে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩০, আশঙ্কাজনক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের কামারপুকুর এলাকায়। জানা গেছে, দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহত প্রায় ৩০ জন যাত্রী। আহতদের কামারপুকুর হাসপাতালে চিকিৎসা চলে। বাঁকুড়ার খাতড়া থেকে আরামবাগগামী যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে আরামবাগ থেকে বৈতলগামী যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন তারা। আশঙ্কাজনক অবস্থা দুই জনের। দুর্ঘটনাটি ঘটে জয়রামবাটি ও কামারপুকুর এর মধ্যবর্তী গোঘাটের পশ্চিম অমরপুরে। স্থানীয় বাসিন্দারাই আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। পরে আরামবাগ থেকে দমকল বাহিনী ও গোঘাট থানার পুলিশ যায়। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা গেছে, দুই বাসের দুই চালকই আহত হয়েছেন। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুটি বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আহত হয় যাত্রীরা। ওই দুর্ঘটনার জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এই ঘটনায় বাসে থাকা যাত্রীরা জানান, দুটি বাসই দ্রুত গতিতে আসছিল। সেই কারণেই রাস্তার বাঁকের মুখে দুটি বাসেরই চালক নিয়ন্ত্রণ হারায়। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

বিখ্যাত ফুটবলারদের নিয়ে প্রীতি ম্যাচ অশোকনগরে

সুমন তালুকদার ● অশোকনগর

ম্যাচ ফর বেঙ্গল নামে ভারতের বিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলারদের সমন্বয়ে এক বিশাল প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল অশোকনগর ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ক্রীড়াঙ্গণে। জেলার সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী'র উদ্যোগ শনিবার অশোকনগর স্টেডিয়ামে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল এবং এই ম্যাচ থেকে উপার্জিত অর্থের একটি বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা হবে বলে জানান নারায়ণ গোস্বামী। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই খেলাধুলার প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনিই প্রথম রাজনীতি ও খেলাধুলাকে একই মোড়কে বেঁধে দিয়েছেন। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে খেলার মাঠ, উন্নয়নের পাশাপাশি ফুটবল মনোরঞ্জন হল। অশোকনগর থেকে বহু ফুটবলার রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন বড় বড় ক্লাবে খেলছে। সেই মাটিতেই এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন আরও দৃঢ় করতে চাই। দলনেত্রীর সেই ভাবনাকে মাথায় রেখেই আমরা অশোকনগরে একটি ফুটবল একাডেমি করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ তারই প্রথম ধাপ। 'ম্যাচ ফর বেঙ্গল' এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচে দেখা গেল ভারতের একদা প্রখ্যাত, বর্তমানে প্রাক্তন ফুটবলারদের। তাদের নিয়েই তৈরি হয় 'ইন্ডিয়া রেড' ও 'ইন্ডিয়া ব্লু' নামে দুটি দল। এই দুই দলে খেলেন বিজায়ন, আনচেরি, আলবিটো, সুরেশ, মুসা, নবি, সস্টি এর মতো একাধিক স্বনামধন্য ফুটবলার। এদিন ইন্ডিয়ান রেড় ট্রাইব্রেকারে জয় পায়। পড়ুয়া সহ যুবক-যুবতীদের মাঠমুখি করতে খেলা হবে দিবস চালু করেছিলেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে এমপি, এমএলএ কাপ ফুটবল শুরু হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এই খেলা থেকে উপার্জিত ৫ লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করাহবে। তিনি আরও বলেন, রাজনীতি,

উত্তরপাড়া-কোতরং মিউনিসিপ্যালিটি

সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তি

মেমো নং. ৪/১১৯৯০ তারিখ ২৮.১১.২০২৪

নিম্নলিখিত তফসিলে বিশেষভাবে বর্ণিত সম্পত্তির বিষয়ে জনসাধারণের কাছে দাবী / আপত্তির আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে। জনসাধারণকে আরও জানানো হচ্ছে যে নিম্নলিখিত তফসিলে বিশেষভাবে বর্ণিত সম্পত্তিটি সমস্ত দায়মুক্তি থেকে সর্বজনীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রস্তাব করা হয়েছে যথা, নগরপ্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার অধীনে। যদি কোন ব্যক্তির বিক্রয়, বিনিময়, বন্ধক, ইজারা, পাট্টা, ভাড়া, রক্ষণাবেক্ষণ, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সম্পত্তি বা এর যেকোনও অংশের বিষয়ে যেকোনও প্রকৃতির অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, দাবি থাকে। উত্তরাধিকার, ভাগ, দখল, স্বচ্ছন্দ, বিশ্বাস, উইলদখল, বরাদ্দ বা দায়-দায়িত্ব যেকোনো প্রকৃতির বা অন্যথায়, এই ধরনের দাবিসহ সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং সমর্থনকারী নথি (ডকুমেন্টারি দলিল সংক্রান্ত প্রমাণ), এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে নিম্ন উল্লিখিত ঠিকানায় লিখিতভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিচে নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লিখিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হওয়ার স্বাধীনতায় থাকবেন, এবং এই সম্পত্তির ওপর কোনো দাবি নেই অথবা দাবি পরিত্যাগ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

সম্পত্তির সময়সূচী

প্রিমিস ভার বহন নম্বর-প্রযোজ্য নয়, পরিমাপ- ১১৩৬৯.১৬ স্কয়ারফুট, ওয়ার্ডনং-২, উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার অধীনে অবস্থিত, এল.আর.দাগ নং.-৪৩১৯, আর.এস.দাগ নং.-১৬৬৫, জে.এল. নং.- ৮, খতিয়াননং.- ৫০০, ব্লক- শ্রীরামপুর, মৌজা-কুতরং, কে.জি.টি রাস্তা কে.জি.টি, শহর.- উত্তরপাড়া, পি.এস.-উত্তরপাড়া, পিন- ৭১২২৩৩, জেলা.- হুগলি।

স্বা/- চেয়ারম্যান
উত্তরপাড়া-কোতরং মিউনিসিপ্যালিটি

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৪.০৭.২০১০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U74140WB2010PTC151309
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রুম নং ৮০৩বি, শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, জে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৯১
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৮.১১.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৬.০৫.২০২৫
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	বিষ্ণু কুমার তুলসিয়ান IBBI/IPA-001/IP-P01428/2019-20/12525
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	এ-৪০৪, ভিআইপি এনক্লেভ, বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯ tulsyanvk@gmail.com
১০	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	আরাধনা বিল্ডিং, ৩য় তল, ইউনিট ২১০ পি-২ নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৩ linkpointadvisorycirp@gmail.com
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১২.১২.২০২৪
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) https://ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **২৮.১১.২০২৪** তারিখে।

লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১২.১২.২০২৪** তারিখেঅর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর
বিষ্ণু কুমার তুলসিয়ান
লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড
এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার

তারিখ : ০১.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৪.০৯.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা : ১) মেসার্স বিক্রমস (স্বত্বাধিকারী রূপা সাহা)** ঠিকানা - ২১, সৌরেন রায় রোড, বেহাল, কলকাতা - ৭০০০৩৪, **২) শ্রীমতী রূপা সাহা (স্বত্বাধিকারী : মেসার্স বিক্রমস/বন্ধকদাতা)** স্বামী বলরাম সাহা, ঠিকানা - ১১৯, সত্যেন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **আরও ঠিকানা** - ২১, সৌরেন রায় রোড, বেহাল, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **শ্রী বলরাম সাহা (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত রাধা শ্যাম সাহা ঠিকানা - ১১৯, সত্যেন রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **আরও ঠিকানা** - ২১, সৌরেন রায় রোড, বেহাল, কলকাতা - ৭০০০৩৪ লোন অ্যাকাউন্ট **খিদিরপুর শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪১,৫৮,৮৬৮.০৭ টাকা** (একচল্লিশ লাখ আটান্ন হাজার আটশ আটষট্টি টাকা এবং সাত পয়সা) **০৩.০৯.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখার** নিকট বকেয়া **৪১,৫৮,৮৬৮.০৭ টাকা** (একচল্লিশ লাখ আটান্ন হাজার আটশ আটষট্টি টাকা এবং সাত পয়সা) **০৩.০৯.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ।

"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দোকান নং জি-৪৬ (পশ্চিম দিকে) একতলায় পরিমাণ আনুমানিক ২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং এক গুদাম নং বি- ৪৬ (পশ্চিম দিকে) বেসমেন্টে পরিমাণ আনুমানিক ৩০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (মোজাইক মেঝে) উক্ত ভবনে এবং অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য সম্পত্তির সমানুপাতিক অংশ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দখল উক্ত প্লট জমির উক্ত ভবনের চাতালের প্রেমিসেস নং ২১, সৌরেন রায় রোড, অ্যাসেসি নং ৪১১২০১৪০১৩৭২, অবস্থিত আরএস দাগ নং ১০১৬১, আরএস খতিয়ান নং ৬৮৬৩, ৬৮৭০, ৬৮৯০, ৬৮৯২, ৬৮৯৪, এবং ৬৮৯৬, সিএস দাগ নং ৭১২৬, সিএস খতিয়ান নং ২০৭৪, , মৌজা : বেহালা, জেএল নং ২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২০, থানা : বেহালা, কলকাতা : ৭০০০৩৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **শ্রী বলরাম সাহা এবং শ্রীমতি রূপা সাহা** (দলিল নং ০৯৯৮৪-২০১৪ সালের অনুযায়ী) এর নামে।

তারিখ :২৭.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
চৌরঙ্গি রোড শাখা
৫৫, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল আইডি : k746@indianbank.co.in

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. শ্রী দীপঙ্কর রায়
ঠিকানা- পিতা প্রয়াত ভূষণ চন্দ্র রায়, পান্নাপুর, উত্তর ব্রাহ্মণনাদা মন্ডল পাড়া, পো - পান্নাপুর, থানা - হবিবপুর, জেলা- মালদহ, পিন - ৭৩২১৩৮
ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং - ১০৮, ২য় তল, ব্লক - ডি, ম্যাগনোলিয়া নক্ষত্র পিএইচ-৩, মৌজা - পশ্চিম ইছাপুর, জেএল নং - ২৯, হোল্ডিং নং - এন/৬৮ শাস্ত্রীজী রোড, থানা - বারাসাত, বারাসত পৌরসভার ওয়ার্ড নং - ৩৪, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৬

হাউজিং লোন অ্যাকাউন্ট/গুলি - ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্ববর্তী এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) চৌরঙ্গী শাখা, এ/সি - ৭২২৪৯৪০৪৪০

আপনি উপরে উল্লিখিত নং ১ ব্যক্তি/মালিকানা উদ্বেগ/অংশীদারিত্ব ফার্ম/কোম্পানী। আপনি সেই বন্ধক (গুলি) যা আপনার দ্বারা নেওয়া ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিতে নিরাপত্তা হিসাবে তাদের সম্পদ প্রদান করেছেন।

ক্রম নং	সুবিধা	অ্যাকাউন্ট নং	সীমা
১	হোম লোন	৭২২৪৯৪০৪৪০	১৩,০০,০০/-

আপনার অনুরোধে, আপনার এবং বিল্ডার এবং ডেভেলপারের দ্বারা স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময় ২ পয়েন্টে উল্লিখিত, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদন করা হয়েছিল এবং আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন। আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
১. হোম লোন	১. অনুমোদন পত্রের স্বীকৃতি
	২. ডিমান্ড প্রমিসরি নোট
	৩. গ্যারান্টি চুক্তি
	৪. মেয়াদী ঋণ চুক্তি
	৫. আপনার দ্বারা সম্পাদিত ট্রিপাটাইট চুক্তি এবং ম্যাগনোলিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লি.

উল্লিখিত ঋণের পরিশোধ করা সম্পত্তি বন্ধক রাখার মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয় ফ্ল্যাট নং - ১০৮ ব্লক নং -ডি-তে প্রথম তলায়, আবাসিক হাউজিং কমপ্লেক্স/প্রজেক্টে ম্যাগানোলিয়া নক্ষত্র পিএইচ-৩ নামে একটি প্রদত্ত তফসিল এখানে আপনার অন্তর্গত।

আপনি সময়ে সময়ে উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে ঋণ স্বীকার করেছেন।

বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ডিফল্ট করেছেন। লোন অ্যাকাউন্টটি ০৮/১১/২০২৪ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

আপনার দ্বারা প্রদেয় মোট বকেয়া বকেয়া টাকা হিসাবে **১০,২৫,১১৭/- (দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার একশ সতের টাকা)** এবং উল্লিখিত পরিমাণ ০৮.১১.২০২৪ থেকে সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে। আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধক/দায়বদ্ধ।

অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **সংশ্লিষ্ট তারিখে** বকেয়া পরিমাণ **১০,২৫,১১৭/- (দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার একশ সতের টাকা)** টাকা পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই তারিখ থেকে সুদ সহ ১৩(২) ধারা অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধাগ্রস্ত হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।

এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনার দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। অনুগ্রহ করে নোট করুন যে সেক এর বিধান অনুযায়ী আইনের ১৩ (১৩) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা হবে না।

উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

জামিন প্রদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত তপশিল নিম্নোক্ত মতে

বন্ধকদত্ত সম্পদ : মৌজা : পশ্চিম ইছাপুর, জেএল নং ২৯, আরএস নং ২০২, বর্তমানে পুরসভা হোল্ডিং নং এন/৬৮, শাস্ত্রীজি রোড, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ৩৪, বারাসত পুরসবা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,৭০০১২৬, ম্যাগনোলিয়া নক্ষত্র ফেজ ৩ প্রকল্প অধীন, বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪১ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অংশ, অধিকার, স্বত্ব, এবং স্বার্থ জমির ভবনের চাতালের যেখানে ফ্ল্যাট অবস্থিত, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অংশ হিসেবে গণ্য সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যের ভবিষ্যতের সম্প্রসারণ প্লট, **দক্ষিণে :** পুরসভা সড়ক, **পূর্বে :** অন্যান্যর জমি, **পশ্চিমে :** ফেজ -২।

তারিখ : ১৪.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।

উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) মেসার্স ভৌমিক জুয়েলার্স (ঋণগ্রহীতা) **স্বত্বা : শ্রী রবি ভৌমিক, ২৩৮৪,** ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া , কলকাতা : ৭০০০৮৪। **আরও ঠিকানা :** সি২, চলন্তিকা, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া স্টেশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৮৪। ২. **শ্রী রবি ভৌমিক, (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) স্বত্বা : মেসার্স ভৌমিক জুয়েলার্স,** পিতা শ্রী সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক, ২৩৮৪, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া , কলকাতা : ৭০০০৮৪। **আরও ঠিকানা :** সি২, চলন্তিকা, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া স্টেশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **এ/সি নং ২০০৭৯১৮৬৯৪৮ (সিসি)।** **খ) শাখা - তেঁতুলবেড়িয়া (ই-এবি) শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান একতলায় অবস্থিত এম এইচ নং ২৩৮৪, ফরতাবাদ মোড়, থানা : সোনারপুর, মৌজা : বারহানস ফরতাবাদ, পরগনা : মেদানমাল্লা, জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, তৌজি নং ১০৯, হাল খতিয়ান নং ১১২২, আরএস দাগ নং ৭৩৫, হোল্ডিং নং ১৩৬৩, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজাপুর সোনারপুর পুরসভা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৫৬৬৫-২০০০ সালের। **শ্রী রবি ভৌমিক** , পিতা সুভাষ ভৌমিক এর নামে।	**ক) ২২.০৩.২০১৬** **খ) ২৭.১১.২০২৪** **গ) ৩১,৭৮,৬০২.৩২ টাকা** (একত্রিশ লাখ আটাত্তর হাজার ছশো দুই টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) ২৬.১১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৩.০৯.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ

অনুগ্রহ করে অবগত হোন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা সকল দাবি নোটিশ এই দাবি নোটিশ ইস্যুর পূর্বে প্রত্যাহৃত এবং বাতিল হল।অন্যান্য সকল ২৭.১১.২০২৪ তারিখে ইস্যু করা নোটিশের পর পূর্বে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ১৩(২) ধারাধীনে ইস্যু করা সকল নোটিশ স্বাভাবিকভাবেই বাতিল বলে গণ্য হবে।

তারিখ : ০১.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মোবাইল চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তারি প্রতিশোধে অভিযোগকারীকে ফেসবুকে বন্ধুত্ব, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মোবাইল চুরির অভিযোগ গ্রেপ্তারির প্রতিশোধ! অভিযোগকারীকে ফেসবুকে বন্ধু বানিয়ে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে খুনের অভিযোগ। চণ্ডীতলায় ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় দানা বাঁধছে রহস্য।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে নৌকো বিহারে বেরিয়ে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় মৌসম বাঙাল নামে এক ছাত্রের। গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেড়িয়াদহ গ্রামে তাঁর বাড়ি। শিয়াখালা বেনিমাধব স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরিবার প্রথম থেকেই খুনের অভিযোগ তুলছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বুধবার সকালে মৌসমকে ডেকে নিয়ে যায় তার তিন বন্ধু। স্থানীয় পদ্মপুকুরে ডিঙি নৌকো চেপে ঘোরে। বেলা গড়িয়ে গেলেও বাড়িতে না ফেরায় ফোন করেন বাড়ির লোক। ফোন বন্ধ ছিল মৌসমের। এরপর এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন সবুজ দ্বীপে ঘুরতে গিয়েছিল তারা। বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ ওই জলাশয় থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

মৃতের পরিবার জানিয়েছে, চার মাস আগে মৌসমের একটি মোবাইল চুরি হয়। সেই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হলে দু'জনকে ধরে পুলিশ। পুলিশ সেই মোতাবেক 'মোটিভ' খুঁজে পায়। মৌসমের ফেসবুক ঘেঁটে পুলিশ জানতে পারে, চণ্ডীতলা খরসরাইয়ের বাসিন্দা প্রবীর সাউয়ের সঙ্গে সম্প্রতি ফেসবুকে বন্ধু হয়। তারপরেই এই ঘটনা। প্রবীরের বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ হয়েছে থানায়। পুলিশ মনে করছে, মোবাইল চুরির ঘটনার সঙ্গেই এই খুনের 'মোটিভ' জড়িয়ে রয়েছে। অভিযুক্ত তিনজনের খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চিন্ময়কৃষ্ণের মুক্তির দাবিতে সরব পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবি জানালেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। একইসঙ্গে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের নাগরিকদের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রাখারও অনুরোধ জানান।

প্রসঙ্গত, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তুলেছে বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে জেলবন্দি। তাঁর গ্রেপ্তারির পর থেকেই উত্তাল বাংলাদেশ। পথে নেমেছেন সংখ্যালঘুরা। প্রতিবাদের ঢেউ এসেছে এপারেও। উঠেছে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি। সুর চড়িয়েছে বিজেপি। এবার ত্বহা সিদ্দিকি চিন্ময়কৃষ্ণের মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছে তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা।

সুর চড়িয়েছেন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নিয়েও। ক্ষোভের সুরেই বলেন, 'বাংলাদেশের হিন্দু ভাইবোনদের প্রতি অত্যাচার হবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, জুলুম হবে, তাদের গাড়ি বাড়ি পোড়ানো হবে এটা খুব অন্যায়।' প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ কয়েকদিন আগেই চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশের পুলিশ। জামিনের আবেদন করলেও তা খারিজ হয়ে যায়। তারপর থেকেই আগুন যেন একেবারে ঘি পড়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছিল, চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারির পর তা যেন নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। এখন ত্বহা সিদ্দিকির দাবি, মিথ্যা কেস না দিয়ে তাঁকে দ্রুত মুক্তি দেওয়া হোক। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের আন্দোলনের ঢেউ এসেছে এপার বাংলাতেও। সুর চড়িয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর মতো বিজেপি নেতারা। পথে নেমেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। এমতাবস্থা ত্বহা সিদ্দিকির মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

মানসিক ভারসাম্যহীন নিখোঁজ ব্যক্তির কঙ্কাল উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: মানসিক ভারসাম্যহীন নিখোঁজ ব্যক্তির কঙ্কাল উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মেমারি থানার সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত বিজুর গ্রামের ক্যানেলপাড় সংলগ্ন এলাকায়। ভাদু মাঝি নামের ব্যক্তির কঙ্কাল অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করে মেমারি থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুর্গাপুজোর দশমীর দিন সন্ধ্যাবেলায় ভাদু মাঝি বাড়ি থেকে বেরন। তার পর তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে পরে মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। শনিবার দুপুরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যান মেমারি থানার পুলিশ। খবর পেয়ে মেমারি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রীতম বিশ্বাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত হন। মৃতের ছেলে জানিয়েছে দুর্গাপুজোর সময় তার বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপরেই একটি মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে তারা ছুটে এসে কাপড় ও অন্যান্য জিনিস দেখে দেহ সনাক্ত করে নিশ্চিত হন ওই কঙ্কাল বেরিয়ে যাওয়া দেহ তার পিতার। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা বাইক আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শনিবার দুপুর ২টা নাগাদ জাতীয় সড়ক ১৯ নম্বরে বগড়া সিনেমা হল মোড়ের কাছে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ৪৫ বছর বয়সী এক মোটর বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর পিকআপ ভ্যানটি এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা দুর্ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে জামুড়িয়া থানার শ্রীপুর ফাঁড়িতে খবর দিলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। মোটর বাইকের নম্বর প্লেট দেখে অনুমান করা হচ্ছে ওই ব্যক্তি দুর্গাপুরের বাসিন্দা হতে পারেন, বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

সাত দিনের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: দীর্ঘ তিন মাস ধরে গ্রাম রক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে দূষণ প্রতিরোধের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে ধোঁয়া হটাও গ্রাম বাঁচাও কমিটি। আর তা গড়ে তুলেই বারংবার নজরদারি রেখে কালো ধোঁয়া লক্ষ্য করলেই হুঁশিয়ারি দেওয়ার প্রক্রিয়া। যদিও তার আগেই অনেকটাই ক্ষতি হয়ে গিয়েছে শিল্পাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকা বক্তানগর অঞ্চলের বাসিন্দাদের। অনেকেই এখানে নানান রোগ ভোগে আক্রান্ত। বেশ কিছু জন তো বাড়ির মধ্যে নিজের চিকিৎসা করাচ্ছেন কোনরকম অর্থ জুটিয়ে।

এই সকল বিষয় শুনেই এবার নির্বাচন ও সকল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হওয়ার পর শনিবার এলাকার অন্তর্ভুক্ত এই বক্তানগর সংলগ্ন মঙ্গলপুর শিল্প তালুকের ছ'টি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ কেমন রয়েছে সে সকল বিষয় খতিয়ে দেখতে হাজির হলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ তিনি মঙ্গলপুর শিল্পতালুকের একটার পর একটা কল কারখানায় ঢুকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কেমন রয়েছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কিনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ চালু রাখছে কিনা, সে সকল বিষয়গুলি খতিয়ে দেখলেন।

একই সঙ্গে প্রত্যেকটি কল কারখানায় দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে সাত দিনের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বলেই হুঁশিয়ারি দিলেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। এরপরই তিনি বক্তানগর গ্রাম এলাকায় পৌঁছে এই দূষণের কারণে আক্রান্ত এক পরিবারের সদস্যকে দেখতে যান। তার এই দূষণের জেরে যে চরম পরিণতি হয়েছে তাও তিনি লক্ষ্য করে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

অপরাজিতা বিল আইনে পরিণত করার দাবিতে মিছিল কাঁকসা মহিলা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মহিলা ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত অপরাজিতা বিলটিকে আইনে পরিণত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে কাঁকসার গোপালপুরে মিছিল করলো কাঁকসা ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। শনিবার বিকালে কাঁকসা ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত মিছিলে উপিস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা ছাড়াও গলসির বিধায়ক নেপাল ঘরুই,কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নবকুমার সামন্ত, হিরন্ময় ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা।

কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন, মহিলারের ওপর অত্যাচার রুখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে অপরাজিতা বিল বিধানসভায় পাশ করেছেন সেই বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের দাবিতে তারা রাজ্যজুড়ে নেত্রীর নির্দেশে মিছিল ও পথ সভা করে দাবি জানানোর পাশাপশি এই বিলের বিষয়টি মানুষের কাছে তুলে ধরছেন। এদিন কাঁকসার গোপালপুর বান্দ্রা মোড় থেকে মিছিল শুরু করে মিছিল গোপালপুরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে হাটতলা মোড়ে শেষ হয়।

অন্যদিকে, অপরাজিতা বিল দ্রুত আইনে পরিণত করার দাবিতে সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জামালপুর ব্লকে ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। মিছিলটি ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে জামালপুর বাজার, থানার সামনে দিয়ে গিয়ে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন জায়গায় শেষ হয়ে সেখানে একটি পথসভা করা হয়। মিছিলে পা মেলাতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খান, ভূতনাথ মালিক সহ অন্যান্যরা।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা পরিষদের দুই সদস্য কল্পনা সাঁতরা, শোভা দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, গোষ্ঠীর ব্লকের নেত্রী ঝর্ণা বেগম শেখ সহ মহিলা প্রধান ও উপ প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যারা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা এই প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। উপস্থিত মহিলা নেত্রীরা কেন্দ্র সরকারের গায়ের জোরে এই অপরাজিতা বিল আটকে রাখার তীব্র প্রতিবাদ করেন। যদি অবিলম্বে এই বিল আইনে পরিণত না করা হয় তা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা বলে জানিয়েছেন।

কমার্শিয়াল পাইপলাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য জল স্বপ্ন প্রকল্প শুরু করেছেন। রাজ্যের প্রায় সব জায়গায় এই প্রকল্পের আওতায় জল সরবরাহ করতে ইতিমধ্যেই জলের পাইপ লাইন বসানোর কাজ শেষ। বহু জায়গায় জল সরবরাহ শুরুও হয়েছে। ঠিক তেমনি বেশ কয়েকমাস আগেই রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্ডালের উখড়া পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ করতে পিএইচই দপ্তরের উদ্যোগে জলের পাইপে লাইন বসানোর কাজ শেষ হয়েছে, শুরুও হয়েছে জল সরবরাহ, কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ নাম মাত্র জল সরবরাহ হয়। জলের পরিমাণ ভীষণ কম, তাছাড়া জলের গতি খুবই কম ফলে জল এলেও সমস্যা মেটেনি স্থানীয়দের। এ ব্যাপারে বার বার পিএইচই ও ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ ও জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার অন্ডাল ব্লক প্রশাসন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর ও উখড়া আউট পোস্টের পুলিশ এসে এলাকায় যে সমস্ত কমার্শীয়াল পাইপলাইন সংযোগ ছিল তা বিচ্ছিন্ন করল। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী জানান তারা জলের পাইপলাইন সংযোগ করেছিলেন কোনও অনুমতি ছাড়াই, তবে তিনি বলেন যে পরিমাণ জল আস্ত তা খুবই নগণ্য, তাছাড়া জল সরবরাহ নিয়মিত হত না।

'অপরাজিতা' বিল আইনে পরিণতের দাবিতে আন্দোলনে মহিলা তৃণমূল: রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া মহিলা ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত 'অপরাজিতা' বিলটিকে অবিলম্বে আইনে পরিণত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। ওই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার জয়পুর মহিলা তৃণমূলের সদস্যারা মিছিলে অংশ নেন। স্থানীয় ব্লক তৃণমূল কার্যালয় থেকে শুরু করে জয়পুর কিষাণ মাণ্ডি পর্যন্ত মিছিলে নেতৃত্বে ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক। উপস্থিত ছিলেন জয়পুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি কৌশিক বটব্যাল সহ অন্যান্যরা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জন্মমাস পালন ও পঙক্তিভোজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: কাটোয়ার চরপানুহাট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জন্মমাস পালন ও পঙক্তিভোজন।

শনিবার কাটোয়ার চরপানুহাট অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নভেম্বর মাসে যাদের জন্মদিন, সেই সকল শিশুদের জন্মমাস বিদ্যালয়ে পালন করা হয়। যে পাঁচজন শিশুর জন্মমাস পালন করা হয় তারা হল আকাশ মহলদার (৩য় শ্রেণি), শুভঙ্কর চৌধুরী (৩য় শ্রেণি), ঈশান বনিক (১ম শ্রেণি), স্বরূপ মণ্ডল (৪র্থ শ্রেণি) ও অভ্রনীল গাইন (৪র্থ শ্রেণি)। সেই সঙ্গে ছিল পঙক্তিভোজনের আয়োজন।

বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান কক্ষে আয়োজন করা হয় জন্মমাস উদযাপন অনুষ্ঠান। শিশুদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ও মাথায় ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা দেবশ্রী নন্দী। শিশুদের মাথায় বার্থডে টুপি পড়িয়ে দেন বিদ্যালয়ের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাবৃন্দ, অভিভাবিকাবৃন্দ, উপস্থিত দুজন বিএলও। শিশুদের কেক কাটার সময় উলুধ্বনি, করতালি ও হ্যাপি বার্থডে গানে মুখরিত হয় অনুষ্ঠান কক্ষ। ছাত্রীরা পরিবেশন করে সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান, সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শুচীস্মিতা রায়। এরপর প্রধান শিক্ষক হীরক বিশ্বাস শিশুদের কেক খাইয়ে দেন। অনুষ্ঠানের পর আয়োজন করা হয় পঙক্তিভোজনের। পঙক্তিভোজনের বিশেষ মেনুতে ছিল-ভাত, ডাল, চিকেন, পায়েস ও রসগোল্লা। বিশেষ মেনুর আর্থিক সহযোগিতা করেন দু'জন অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হীরক বিশ্বাস বলেন, 'আমরা প্রতিমাসের শেষ দিনে জন্মমাস পালন করি। আমাদের বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিশুরাই দরিদ্র ও তপশিলি সম্প্রদায়ের, অনেকেই বাড়িতে জন্মদিন পালন করতে পারে না। সারাটা মাস শিশুরা জন্মমাস পালনের দিনটার জন্য অপেক্ষা করে। জন্মমাস উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু করার পর বিদ্যালয়ের উপস্থিতির হার ও বেড়েছে। অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা আন্তরিকতার সেতু গড়ে তুলেছে এই রকম অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। দারিদ্রতার মধ্যে ও অভিভাবকরা স্বেচ্ছায় পঙক্তিভোজনের সাহায্য করছেন তা খুবই ভালো লাগছে।'

ভোটে জিতেই রাস্তা সংস্কারে বরাদ্দ ৭ কোটি, খুশি স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া ইন্দপুর ব্লকের ডাঙারামপুর থেকে গুন্নাথ পর্যন্ত প্রায় ৮ কিমি রাস্তা বেহাল, রাস্তা সংস্কারের জন্য বারে বারে স্থানীয় প্রশাসন থেকে জেলা প্রশাসন ও জেলা নেতৃত্বদের জানিয়েও লাভ হয়নি কিছুই। নিত্যদিন এই রাস্তার ওপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করে ছোট বড় বহু বাস, লরি সহ ছোট বড় বহু যানবাহন। সমস্যায় পড়তে হয় স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের।

তাই গেল তালডাংরা বিধানসভার উপনির্বাচনে এলাকায় প্রচারে গিয়ে রাস্তার বেহাল দশা দেখে ও এলাকার মানুষের অভিযোগ পেয়ে বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদ কথা দেন ভোটে জয়ী হলে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করবেন। চলতি মাসে ২৩ নভেম্বর এই বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী ফাল্গুনি সিংহ বাবু। জয়ের পরেই সাংসদ তহবিল থেকে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। এতেই খুশি এলাকার মানুষ। তবে এলাকার মানুষের দাবি, দ্রুত সম্পূর্ণ হোক রাস্তা সংস্কারের কাজ।

নিখোঁজ স্বামীর খোঁজে মেয়ের সঙ্গে পথে-ঘাটে ঘুরছেন স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নিখোঁজ স্বামীকে খুঁজতে বছর তিনেকের মেয়েকে সঙ্গী করে পথে-ঘাটে ঘুরছেন অসহায় স্ত্রী। বিভিন্ন দোকানে ছবি দেখিয়ে তাঁর স্বামীকে খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বাঘনাপাড়ার পাতাইগাছি এলাকার পিংকি ঘোষ। ইতিমধ্যেই কালনা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন ওই গৃহবধূ। থানাতেও ঠিক মতো তাঁকে সহযোগিতা করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ এই গৃহবধূর।

জানা গিয়েছে, কালনার সূর্যপুর এলাকার বাসিন্দা সুভাষ ঘোষ তাঁর স্ত্রী এবং শিশুকন্যাকে নিয়ে বাঘনাপাড়ার পাতাইগাছি এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। স্ত্রীর দাবি, গত ২৪ তারিখ লরিচালক সুভাষ ঘোষ আর পাঁচটা দিনের মতো কালনার খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে গাড়ি নিয়ে কাজে যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এরপর ওই রাতেই তাঁর স্ত্রীকে তিনি ফোন করে জানান, আটকা পড়ে গিয়েছেন তাঁকে নিয়ে যেতে এই কথা বলার পরই ফোনটি কেটে যায়। তারপর থেকেই ফোনের সুইচ অফ। এরপরই গত ২৫ তারিখ কালনা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি রায়ের করেন ওই গৃহবধূ। এরপর কালনার পথে-ঘাটে শনিবার তাঁর স্বামীর ছবি দেখিয়ে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে ঘুরছেন গৃহবধূ। তাঁর স্বামীর সঙ্গে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে তাঁর অনুমান।

চুনাখালিতে স্বাস্থ্য শিবির ও কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার চুনাখালি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় ১০ জন দুঃস্থদের গণবিবাহ সম্পন্ন হল। বিবাহিত প্রত্যেক নতুন দম্পত্তিদের খাট, বিছানা,গদি থেকে শুরু করে ঘরের আসবাব-সহ রান্না ঘরের সমস্ত ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় সামগ্রীও দেওয়া হয়। যার আর্থিক মূল্য ৩০ হাজার টাকা। এদিন গরিব মানুষের ফ্রি-তে চোখের পরীক্ষা করা হয় ১৫০০ জন রোগীদের। অনেকের নিরখরচে অপারেশন করে নিখরচায় চশমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আনোয়ার হোসেন কাশেমী। সন্দেশ খালির আল মানার মিশন ক্যামপাসে কয়েকশত গরিবদের মূল্যবান কম্বল বিতরণ করা হয়। কলকাতা থেকে আগত ২০ জন চিকিৎসকরা এই পরিষেবা দিয়েছেন। চুনাখালি ওয়েলফেয়ার কমিটি এলাকায় বহুদিন ধরে সমাজসেবামূলক কাজ করছেন। দুঃস্থ অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে জনহিতকর কাজকর্ম করে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক রাহিদুল ইসলাম লস্কর, শিক্ষা রত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত মৌলালা মুফাক্কর হোসেন, প্রজেক্ট ম্যানেজার নুরুল হুদা সরদার, ইমাম সংগঠনের সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মওলানা ইদ্রিস নদভী, হাফেজ কামালউদ্দিন, মওলানা আব্দুর রহিম, নুরুল হক মোল্লা ও প্রধান অতিথি হাজী ইয়াকুব বক্স প্রমুখ।

এইচ এম এডুকেশন সেন্টারের বার্ষিক প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২৩ এবং ২৪শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল এইচ এম এডুকেশন সেন্টারের বার্ষিক প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং সহ রেজিস্টার ডক্টর নির্মল কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আরো ছিলেন বোস ইনস্টিটিউট এর অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পী ভি. বালসারার সুযোগ্য ছাত্র ডক্টর শুভ্র ঘোষ দস্তিদার মহাশয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ম্যানেজার ও এইচ, এম এডুকেশন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান উত্তম বোস, রেক্টর ও ম্যানেজার সুদীপ্তা বোস, প্রধান শিক্ষিকা সোনিতা রায়, শিক্ষা অধিকর্তা নিতু চট্টোপাধ্যায়-সহ প্রধান শিক্ষিকা মনীষা সিং, এবং কার্যনির্বাহী সচিব কল্পনা ডিক্রুক, অবিভাবক প্রতিনিধি অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৌশিক মন্ডল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রার্থনা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এ দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে ছিল বিদ্যালয়ের সাহিত্য চর্চা ক্লাবের অনুষ্ঠান। শিক্ষক শিক্ষিকাদের রচিত দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়।

শনিবারও দূষণের গ্রাসে থাকল রাজধানী

কোথাও কোথাও বাতাস ‘অতি ভয়ানক’

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর: ধোঁয়াশায় ঢাকা দিল্লিতে শনিবার বাতাসের গুণমানের সূচক (একিইউআই) ‘খুব খারাপ’-ই রইল। রাজধানীর গড় একিউআই ৩৫০-এর উপরে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি)-এর পরিসংখ্যান। তবে কিছু এলাকায় একিউআই ছিল ‘অতি ভয়ানক’। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে দিল্লির সামগ্রিক একিউআই ‘অতি ভয়ানক’ মাত্রায় পৌঁছেছিল।

সিপিসিবির পরিসংখ্যান বলছে, শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ দিল্লির আনন্দ বিহারে একিউআই ছিল ৩৭৭, অশোক বিহারে ৩৭০, আরকে পুরমে ৩৬৬, ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩৩৭, ওয়াজিরপুরে ৩৭৮। দিল্লির কিছু জায়গায় একিউআই ৪০০ ছাড়িয়েছে শনিবারও। অর্থাৎ সেখানে বাতাসের গুণমানের সূচক ‘অতি ভয়ানক’ রয়েছে। বাওয়ানায় ৪০৫, মুণ্ডকায় ৪০৮, জাহাঙ্গিরপুরীতে ৪০৪, শাদিপুরে ৪১২ ছিল একিউআই।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি)-এর তথ্য অনুযায়ী, বাতাসের গুণগত মানের সূচক যদি শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকে তা হলে তা ‘ভাল’ পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। ৫১-১০০ সন্তোষজনক, ১০১-২০০ সামান্য খারাপ, ২০১-৩০০ খারাপ, ৩০১-৪০০ খুব খারাপ, ৪০১-৫০০ অতি ভয়ানক।

দিল্লি এবং এনসিআরে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চার স্তরীয় পরিকল্পনা রয়েছে কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম)-এর। একেই বলে ‘গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান’ (জিআরএপি)। দিল্লিতে একিইউআই ‘খারাপ’ হলে জিআরএপি-১ চালু করা হয়। সে সময় রাস্তায় মাঝেমধ্যে জল ছেটানো হয়। বর্জ্য খোলায় জায়গায় পোড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়। একিউআই ৩০০-র গণ্ডি ছাড়ালে জিআরএপি -২ চালু করা হয়। এই পরিকল্পনা চালু করা হলে রোজ রাস্তায় জল ছেটানো হয়। জেনারেটরের ব্যবহার কমাতে বিদ্যুতের জোগান বৃদ্ধি করা হয়। নাগরিকদের নিজের গাড়ির ব্যবহার কমাতে পার্কিংয়ের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়। মেট্রো, ব্যাটারিচালিত বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একিউআই ৪০০ ছাড়ালে জিআরএপি-৩ চালু করা হয়। সে সময় দিল্লি, এনসিআরে পাথর ভাঙা, নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়। প্রাথমিক স্কুলের ক্লাস অনলাইনে চালু করা হয়। একিউআই ৪৫০ ছাড়ালে জিআরএপি -৪ চালু করা হয়। যে সব গাড়ির নম্বর অন্য রাজ্যের, সেগুলি দিল্লির রাস্তায় চলতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আগামী সোমবার পর্যন্ত দিল্লিতে জিআরএপি-৪ চালু থাকতে চলেছে।

উপত্যকায় হিমাঙ্কের তিন ডিগ্রি নীচে তাপমাত্রা

তুষারপাতের সতর্কতা হিমাচলের পাঁচ জেলায়

দেরাদুন, ৩০ নভেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে তুষারপাত শুরু হতেই উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে তাপমাত্রা নামতে শুরু করেছে। শুধু তা-ই নয়, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, বিহার, পঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে ঘন কুয়াশার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী তিন দিন হিমাচল প্রদেশের পাঁচ জেলায় তুষারপাত হবে। সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, কিন্নৌর, কুলু, লাহুল স্পিতি, কাংড়া এবং চম্বায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের তিন ডিগ্রি নীচে নেমে গিয়েছে। শ্রীনগরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের এক ডিগ্রি নীচে। মধ্যপ্রদেশেও তাপমাত্রা নামতে শুরু করেছে। শুক্রবার ভোপালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা নভেম্বরে ৩৬ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

দিল্লিতেও কামড় বসাতে শুরু করেছে শীত। ২৮ নভেম্বর এই মরশুমের শীতলতম দিন ছিল। ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশেই ঘোরাফেরা করছে রাজধানীর তাপমাত্রা। তবে পঞ্জাব এবং চণ্ডীগড়ে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সক্রিয় হয়েছে। যার জেরে হিমাচলে তুষারপাতের পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। রাজস্থানেও ঠান্ডার দাপট বাড়তে শুরু করেছে। সিকর, চুরু, ঝুনঝুনু ছাড়াও উদয়পুর, চিতৌড়গড়, করৌলি, হনুমানগড়ে রাতের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যাচ্ছে।

আততায়ীর হামলায় শিকাগোয় মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার

শিকাগো, ৩০ নভেম্বর: আবার আমেরিকায় খুন হলেন এক ভারতীয় ছাত্র। তেলঙ্গানার বাসিন্দা ওই ছাত্রের নাম সাই তেজা। শুক্রবার তাঁকে গুলি করে খুন করে বন্দুকবাজেরা।

কয়েক মাস আগেই শিকাগোয় এক ভারতীয় ছাত্রের উপর হামলা চালিয়েছিল চার বন্দুকবাজ। হায়দরাবাদের ওই যুবক সৈয়দ মাজাহির আলি সেই হামলায় গুরুতর জখম হন। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার পেট্রল পাম্পেই ছিলেন তেজা। তবে তাঁর নিজের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এক সহকর্মীর অনুরোধে তাঁর জায়গায় কাজ করছিলেন। সেই সময় কয়েক জন বন্দুকবাজ ওই পেট্রল পাম্পে আসেন। তাদের ছোড়া গুলিতেই মৃত্যু হয় তেজার। পেট্রল পাম্পের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বন্দুকবাজদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষ করে শুক্রবার স্থানীয় সময় সাড়ে ৬টা নাগাদ পেট্রল পাম্পে এসেছিলেন তেজা। তাঁর এক সহকর্মী অনুরোধ করেন বিশেষ কাজ রয়েছে তাই তাঁকে যেতে হবে। ফলে সেই সহকর্মীর বাকি দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তেজা। সেই সময় বন্দুকবাজেরা পেট্রল পাম্পে আসে। জোর করে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে কাউন্টার থেকে। পেট্রল পাম্পের অন্য কর্মীরা বন্দুকবাজদের হাতে টাকার বাক্স তুলে দেন। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তেজা। যাওয়ার সময় বন্দুকবাজেরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে।

সৎকন্যাকে লাগাতার ধর্ষণ, ১৪১ বছরের কারাদণ্ড বাবার

তিরুঅনন্তপুরম, ৩০ নভেম্বর: সৎবাবার লালসার শিকার হয়েছিল। ফাঁকা বাড়ির সুযোগে সৎকন্যাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগে কেরলের এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে সাজা শুনিয়েছেন বিচারক। সব মিলিয়ে ১৪১ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে অপরাধীকে। শুধু তা-ই নয়, সাত লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নির্যাতিতাকে জরিমানার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা এবং তাঁর সৎবাবা, দু’জনেই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। তবে পরে কেরলে চলে আসেন। অভিযোগ, ২০১৭ সাল থেকে নাবালিকা কন্যাকে লাগাতার ধর্ষণ করেন তাঁর বাবা। যখনই নাবালিকার মা বাড়িতে থাকতেন না, সেই সুযোগে সৎকন্যাকে ধর্ষণ করতেন। এমনকি, মুখ খুললে প্রাণনাশের হুমকিও দিতেন।

তবে একটা সময় নির্যাতিতা তাঁর মায়ের কাছে ভেঙে পড়ে। গোটা ঘটনা জানায়।

জানুয়ারিতে ট্রাম্পের শপথ, ভারতীয়-সহ বিদেশি কর্মী ও পড়ুয়াদের আমেরিকায় ফেরার নির্দেশ

ওয়াশিংটন, ৩০ নভেম্বর: আর একমাস। আগামী জানুয়ারিতেই ফের মসনদে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় পড়ুয়া ও চাকুরিজীবীদের মাথার উপরে ঘনাচ্ছে অনিশ্চয়তার মেঘ। তাই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তরফে ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশি পড়ুয়াদের দ্রুত আমেরিকায় ফিরতে এবং ক্যাম্পাসে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশঙ্কা, ট্রাম্প দায়িত্ব নিলেই সেদেশে ভ্রমণে নানা নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে যেতে পারে।

২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প শপথ নিতে চলেছেন। আর প্রথম দিনই চমক দিতে পারে তাঁর প্রশাসন। চিন বা মেক্সিকোর উপরে ট্যারিফ বাড়ানোর পাশাপাশি ভারতীয় তথা বিদেশিদের ভিসা বাতিলের মতো নানা নির্দেশ ট্রাম্প দিয়ে দিতে পারেন সেদিনই। ফলে উদ্বেগ বাড়ছেই। প্রথম দফায় প্রেসিডেন্টে থাকার সময় ২০১৭ সালেও এমন ধরনের পদক্ষেপ করেছিলেন রিপাবলিকান নেতা। সেই সময়ই সাতটি মুসলিম দেশের আমেরিকায় আসায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। এর পাশাপাশি বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু কঠোর নিয়ম চালু করার প্রস্তাব করেছিলেন রিপাবলিকান এই নেতা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of 12 (twelve) Nos. work from outside bonafide and resourceful agencies/contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: WBMAD/ULB/DHM/NIT/10/345/(e)/2024-2025, Viz. Memo no.: K-12 (Tender)/A-723/D.H.M. Dated: 29.11.2024.** Bid Submission End Date: **09.12.2024 up to 17.00 hrs.** For details information available in the departmental website: **http// wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGAHT MUNICIPALITY
Ranaghat, Nadia
E-TENDER NOTICE
Memo. No. 2702/RM
Date- 30.11.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-13e/2024-25/2nd Call/SL1
Tender ID : 2024_MAD_776800_1
Name of the work: Reconstruction Of Cement Concrete Road Behind Pandit Lane At P.K Ghatak By Lane In Ward No-06 Within Ranaghat Municipality under HFA. Last Date Of Submission of Bid: **09.12.2024.** Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Ranaghat Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of work	NIT No. (Tender ID)	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	Earth work in filling for Construction of new Bituminous Raod from Khanpara Lane (Bikash Das to Palitpara Ambagan) at ward No. 09 under Birnagar Municipality.	WBMAD/BM/8e/2024-25 Memo No- 495/PWD Dt- 30-11-2024 (2024_MAD_776818_1)	30.11.2024 at 06.00 PM	16-12-2024 at 06.00 pm

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invitedfrom the bidders w.r.t.Tender **ID No 2024_ZPHD_776748_1, to 2024_ZPHD_776748_4, 2024_ ZPHD_776904_1 to 2024_ZPHD_776904_4 and 2024_ ZPHD_776831_1 to 2024_ZPHD_776831_4 are dated 30-11-2024. Last date of tender dropping 09-12-2024 up to 06.00 PM. and opening date of tender 12-12-2024 at 10.00 A.M.** For details plz.See the website www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০ ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **“যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেখানে যেমন আছে”** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০.১২.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**শ্রীমতি রীনা শী** (ঋণগ্রহীতা), স্বামী প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২,৩য়তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২৩২ এবং শ্রী রাহুল শী, (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২,৩য়তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২৩২ । **শাখা : হিন্দমোটর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৫৫১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি, ঢাকা এরিয়া ৪৫২ বর্গফুট কমবেশি, ফ্ল্যাট নং ২০২ তিনতলায় উত্তর পূর্ব দিকে জি-৩ তলা ভবনে হোলিং নং ১১, ঘোষ পাড়া লেন, মৌজা : ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, সিএস দাগ নং ২৯০৩, খতিয়ান নং ৬১৪, আরএস দাগ নং ২৯০৩/৫৭০৩, ২৯০৩/৫৭০৫, ২৯০৩/৫৭০১ , এলআর দাগ নং ৫৩৮১, ৫৩৫৩, ৫৩৭৫, এলআর খ তিয়ান নং ২০৮৯, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩৩৩২-২০১৭ সালের, তারিখ ৩১.১০.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৯২৬৯ থেকে ৮৯২৯৭, শ্রীমতি রীনা শী এবং শ্রী রাহুল শী এর নামে।	১৪,৪২,৩২০.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ কুড়ি টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ৩০.১১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০১.১২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৫,০০,০০০ টাকা (পনের লাখ টাকা) খ) ১,৫০,০০০ টাকা (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50413027455 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত
২	**শ্রী সিদ্ধার্থ শী** (ঋণগ্রহীতা এবং প্রয়াত দেবনারায়ণ শী এর আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য়তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২৩২ । **শ্রীমতি রীনা শী** (প্রয়াত দেবনারায়ণ শী এর আইনি উত্তরাধিকারী), স্বামী প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২,৩য়তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২৩২ । **শ্রী রাহুল শী,** (প্রয়াত দেবনারায়ণ শী,এর আইনি উত্তরাধিকারী) পিতা প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২,৩য়তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২৩২। **শাখা : হিন্দমোটর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৫১৪ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি ঢাকা এরিয়া ৪১২ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং ২০৩, তিনতলায়, উত্তর পশ্চিম দিকে জি-৩ তলা ভবনে, হোল্ডিং নং ১১, ঘোষ পাড়া লেন, মৌজা : ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, সিএস দাগ নং ২৯০৩, খ তিয়ান নং ৬১৪, আরএস দাগ নং ২৯০৩/৫৭০৩, ২৯০৩/৫৭০৫, ২৯০৩/৫৭০১ , এলআর দাগ নং ৫৩৮১, ৫৩৫৩, ৫৩৭৫, এলআর খ তিয়ান নং ২০৮৯, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৪০৭-২০১৭ সালের, তারিখ ০১.০৬.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৫২৩১ থেকে ৩৫২৫৯, দেবনারায়ণ শী এবং সিদ্ধার্থ শী এর নামে।	১৬,০৮,৯০৬.০০ (ষোলো লাখ আট হাজার নশো ছয় টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০১.১২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১২,০০,০০০ টাকা (বারো লাখ টাকা) খ) ১,২০,০০০ টাকা (এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা) গ) ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50384854838 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫)
২. সংঘমিত্রা মন্ডল, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৯৩০৪৩০৭২১৯)
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ : ৩০.১১.২০২৪ স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পো - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন অছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” ২২.০১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, শিমুরালি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১৩,২৬,৪৮৮.৭৩ টাকা** (তেরো লাখ ছাব্বিশ হাজার চারশ অষ্টআশি টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) **(বিবি + এমওআই = ১১,৪২,২৮৫.৭৩ টাকা + ১,৮৪,২০৩.০০ টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স প্রসন্ন কমিউনিকেশন, স্বত্বাধিকারী - প্রবীর বিশ্বাস,** গ্রাম - ব্রহ্মপাড়া, পো- শিমুরালি, থানা - চাকদা, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৪৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স প্রসন্ন কমিউনিকেশন** **স্বত্বাধিকারী : প্রবীর বিশ্বাস** গ্রাম : ব্রহ্মপাড়া, পো : সিমুরালি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২৪৮। **স্বত্বাধিকারী : শ্রী প্রবীর বিশ্বাস** পিতা প্রয়াত প্রশান্ত বিশ্বাস, গ্রাম : ব্রহ্মপাড়া, পো : সিমুরালি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২৪৮। **বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা : শ্রীমতি আরতি বিশ্বাস** স্বামী প্রয়াত প্রশান্ত বিশ্বাস, গ্রাম : ব্রহ্মপাড়া, পো : সিমুরালি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২৪৮। জামিনদাতা : শ্রীমতি সাগরিকা বিশ্বাস, স্বামী প্রবীর বিশ্বাস, গ্রাম : ব্রহ্মপাড়া, পো : সিমুরালি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২৪৮। খ) **সিমুরালি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ ০৫ ডেসিমেল, **শ্রীমতি আরতি বিশ্বাস,** স্বামী প্রয়াত প্রশান্ত বিশ্বাস অবস্থিত জেএল নং ১০৬, মৌজা : ব্রহ্মপাড়া, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ১২৫/১, হাল এলআর খতিয়ান নং ৯২৭, চাঁদুরিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : ব্রহ্মপাড়া, পো : সিমুরালি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৪৮,বিক্রয় দলিল নং ৮৪৩,-২০০১ সালের, তারিখ ১২.০৩.২০০১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও কল্যাণী,বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৩৯৯ থেকে ৪০৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : নারায়ণ চন্দ্র নন্দীর ভবন,পূর্বে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,পশ্চিমে : শেখর দে এর ডোবা এবং পরবর্তীতে সুধাংশু দাসের ভবন।	**১৩,২৬,৪৮৮.৭৩ টাকা** (তেরো লাখ ছাব্বিশ হাজার চারশ অষ্টআশি টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) **(বিবি + এমওআই = ১১,৪২,২৮৫.৭৩ টাকা + ১,৮৪,২০৩.০০ টাকা)** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২৩,১৫,৮৪২.০০ টাকা (*)** (তেইশ লাখ পনের হাজার আটশ বিয়াল্লিশ টাকা) খ) **২,৩১,৫৮৫.০০ টাকা** (দুই লাখ একত্রিশ হাজার পাঁচশ পঁচাশি টাকা) ই-নিলামের তারিখে এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা দিতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30212388272** ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২২.০১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in
দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.** ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিয়াস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াদালা ট্রাক টার্মিনালের নিকট, ওয়াদালা পূর্ব মুম্বই - ৪০০০৩৭ **(যোগাযোগের ফোন নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com)**
২) সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ১) **www.indianbank.in** এবং ২) **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ করুন হেল্প লাইন নম্বর** ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/স্বত্বাধিকারী(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ- ৩০.১১.২০২৪
স্থান- কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন অছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” ০৭.০১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩৩,০৩,০০৯.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ তিন হাজার নয় টাকা) ১৫.১০.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রী বাপ্পা পাত্র (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** গ্রাম - হাজরা বিষ্ণুপুর, পো. দক্ষিণ বিষ্ণুপুর, থানা - মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৯৫ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) শ্রী বাপ্পা পাত্র (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** গ্রাম : হাজরা বিষ্ণুপুর, পো : দক্ষিণ বিষ্ণুপুর, থানা : মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৯৫। **খ) দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ৩.৯৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : পূর্ব বিষ্ণুপুর, জেএল নং ২০৯, হাল নং ২৩, এলআর দাগ নং ৪৭০৮, , এলআর খতিয়ান নং ৬৫৭৪, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : মন্দিরবাজার, এডিএসআর-গাতেশ্বরা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৯৫। **জমির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সতীশ নাইয়া এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : সৌমেন হালদারের সম্পত্তি, পূর্বে : ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি সাধারণ চলা পথ এভং জমি দাগ নং ৪৭০৮, পশ্চিমে : খাল।	**৩৩,০৩,০০৯.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ তিন হাজার নয় টাকা) ১৫.১০.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১১,৪০,০০০.০০ টাকা (*)** (এগার লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) খ) **১,১৪,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ চোদ্দ হাজার টাকা) ই-নিলামের তারিখে এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা দিতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB58004542291A** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.০১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in
দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com** এবং অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বর পরিষেবা প্রদায়য়ের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন **support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ- ৩০.১১.২০২৪
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

১০ ছক্কায় ১৫৯ রান করে ভারতকে হারিয়ে দিলেন পাকিস্তানের শাহজাইব খান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বয়স মাত্র ১৯ বছর, এখনই তাঁকে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাটা অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি লাগতে পারে। তবে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব,১৯ দলের ব্যাটসম্যান শাহজাইব খানকে অনেকেই আবার তুলনা করতে শুরু করেছেন ফখর জামানের সঙ্গে। ভবিষ্যতে পাকিস্তান জাতীয় দলে তিনি ফখরের বিকল্প হতে পারেন বলে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

শাহজাইব আজ আবার আলোচনায় এসেছেন যুব এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের কারণে। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা পাকিস্তানকে জেতাতে অসাধারণ একটি ইনিংসই খেলেছেন শাহজাইব। যে ইনিংসে চারের চেয়ে ছয় বেশি। ৫ চার ও ১০ ছয়ে পাকিস্তানের ওপেনার ১৪৭ বলে করেছেন ১৫৯ রান, যেটা যুব ওয়ানডেতে পাকিস্তানি কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ ইনিংস। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল শামিল হুসেইনের। গত বছর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৫০ রান করেছিলেন তিনি। এর আগে রেকর্ডটি ছিল আবদুল রাজ্জাকের, ১৯৯৭ সালে অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব,১৯ দলের বিপক্ষে রাজ্জাক করেছিলেন ১৪২ রান।

দুবাইয়ে শাহজাইবের ইনিংসে ভর করে ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব,১৯ দল তুলতে পেরেছে ২৮১ রান। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪৭.১ ওভারে ২৩৮ রানে অলআউট হয়েছে ভারত অনূর্ধ্ব,১৯ দল। পাকিস্তান ৪৩ রানে জেতার পর ম্যাচসেরাও হয়েছেন শাহজাইব খানই।

পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হওয়ার পরই শাহজাইব খানকে নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। প্রশ্ন ওঠে, ভবিষ্যতে পাকিস্তান দলে তিনি ফখরের বিকল্প হতে পারবেন কি না। শাহজাইবের আগ্রাসী ব্যাটিং পাকিস্তান দলের জন্য বড় এক সম্পদ হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন অনেকে। বিশেষ করে পাওয়ারপ্লেতে তাঁর ব্যাটিং দলকে প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে বলে মনে করেন কেউ কেউ। তা ছাড়া লেগ সাইড তাঁর শক্তির জায়গা হলেও অফ সাইডেও খেলতে পারেন হাত খুলে। ফলে যেকোনো বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধেই তিনি কার্যকর এক ব্যাটসম্যান হয়ে উঠতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে

শাহজাইবের ব্যাটিংয়ের আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে, তিনি স্পিন বোলিংয়ের বিপক্ষেও খেলতে পারেন স্বাচ্ছন্দ্যে। সব মিলিয়ে ভবিষ্যতে পাকিস্তান দুর্দান্ত একজন ওপেনার পাওয়ার অপেক্ষায়ই আছে।

৯৯৯ তে থামলেন উইলিয়ামসন, ক্রাইস্টচার্চে জয়ের পথে ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের দিন। ৩১৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে তুলেছে ৪৯৯। লিড পেয়েছে ১৫১ রানের। নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের এত বড় ঘাটতি পূরণ করতে গিয়েই হারিয়ে ফেলেছে ৬ উইকেট।

তৃতীয় দিন শেষে তাদের সংগ্রহ ৬ উইকেটে মাত্র ১৫৫। লিড মাত্র ৪ রানের। হাতে উইকেটও মাত্র ৪টি। মানে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের তৃতীয় দিন শেষেই ম্যাচে ইংল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। আপাতত নিউজিল্যান্ডের যেটুকু ভরসা, ড্যারিল মিচেলের ওপর। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান অপরাজিত ৩১ রানে।

দ্বিতীয় ইনিংসে শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে কিউইরা। ২৩ রানের মধ্যে ফেরেন দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও টম ল্যাথাম। এরপর কেইন উইলিয়ামসন ও রাচিন রবীন্দ্র গড়েন ৪১ রানের জুটি।

রবীন্দ্র ব্যক্তিগত ২৪ রানে আউট হলে মিচেলকে নিয়ে জুটি গড়েন উইলিয়ামসন। এই জুটি থেকে রান আসে ৬৯। তাতে ইনিংসের একপর্যায়ে ৩ উইকেটে ১৩৩ রানে পৌঁছায় নিউজিল্যান্ড। তবে ক্রিস ওকসের বলে উইলিয়ামসন ব্যক্তিগত ৬১ রানে আউট হলে জুটি ভাঙে।

৬১ রানের ইনিংস খেলার পথে নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে ৯০০০ টেস্ট রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন উইলিয়ামসন। সুযোগ ছিল টেস্ট ক্যারিয়ারে ১০০০ চারের মাইলফলক স্পর্শ করার হাতছানিও।

তবে আপাতত থামতে হয়েছে ৯৯৯ চারেই। উইলিয়ামসনকে এলবিডব্লুতে আউট করার পরের বলেই টম ব্লান্ডেলকে উইকেটের পেছনে ক্যাচ বানান ওকস। টানা দুই বলে দুই উইকেটেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ইংল্যান্ড। এরপর দিনের শেষ দিকে আউট হন প্রথম ইনিংসে ৫৮ রান করা গ্লেন ফিলিপস। ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন ব্রাইডন কার্স ও ওকস।

এর আগে ৫ উইকেটে ৩১৯ রান নিয়ে দিন শুরু করা ইংল্যান্ড তৃতীয় দিনে প্রথম উইকেট হারায় ৩৮১ রানে। ১৭১ রান করে ফেরেন হ্যারি ব্রুক। নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে অধিনায়ক বেন স্টোকস করেন ৮০ রান। স্টোকস ও ব্রুকের জুটি থেকে এসেছে ১৫৯ রান। গাস অ্যাটকিনসনের সঙ্গেও ৬৩ রানের জুটি গড়েন স্টোকস। ব্রাইডন কার্সের সঙ্গে জুটিতে যোগ হয় ৪০ রান। মূলত তাতেই তৃতীয় দিনের সকালে ১৮০ রান যোগ করতে পেরেছে ইংল্যান্ড। ৪ উইকেট পেয়েছেন ম্যাট হেনরি, নাথান স্মিথ ৩টি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড ৩৪৮ ও ১৫৫/৬(উইলিয়ামসন ৬১, মিচেল ৩১; ওকস ৩/৩৯, কার্স ৩/২২)।

ইংল্যান্ড ৪৯৯(ব্রুক ১৭১, স্টোকস ৮০; হেনরি ৪/৮৪, স্মিথ ৩/১৪১)।

৭-এর পর ৪, ইয়ানসেনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বড় জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫১৬ রানের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য ছুঁয়ে যে শ্রীলঙ্কা বিশ্ব রেকর্ড করতে পারছে না, সেটি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল গতকালই। ডারবান টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে লঙ্কানদের রান ছিল ৫ উইকেটে ১০৩। হাতে থাকা ৫ উইকেট নিয়ে সফরকারীরা আজ চতুর্থ দিনে কত সময় টিকে থাকতে পারে, দেখার বিষয় ছিল সেটিই। শ্রীলঙ্কা টিকেছে দ্বিতীয় সেশনের প্রথম ঘণ্টা পর্যন্ত। শ্রীলঙ্কাকে ২৮২ রানের অলআউট করে সিরিজের প্রথম টেস্টটি দক্ষিণ আফ্রিকা জিতে নিয়েছে ২৩৩ রানে।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টানা তৃতীয় টেস্ট জয়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকা মাঠ ছাড়ে মার্কো ইয়ানসেনকে সামনে রেখে। দলকে জেতাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা তো এই দীর্ঘদেহী বাঁহাতি পেসারই রেখেছেন। প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে রেকর্ড ৪২ রানে অলআউট করা ইয়ানসেন দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ১৪ টেস্টের ক্যারিয়ারে এই প্রথম ম্যাচে ১০ উইকেট পেলেন ২৪ বছর বয়সী ইয়ানসেন।

পরপর দুই ওভারে কুশল মেন্ডিস ও আসিতা ফার্নান্ডোকে ফিরিয়ে লঙ্কান ইনিংসের যতি টানা ইয়ানসেন গতকাল ফিরিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস ও কামিন্ডু মেন্ডিসকে। প্রথম ইনিংসে ১৩ রানে ৭ উইকেট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৩ রানে ৪ উইকেট, ম্যান অব দ্য ম্যাচ বেছে নিতে নির্বাচকদের ভাবার কোনো সুযোগই রাখেননি ইয়ানসেন। ইয়ানসেনের ১১/৮৬, ৮৮ বছরের মধ্যে ডারবানের কিংসমিডে কোনো বোলারের সেরা বোলিং।

চতুর্থ দিনের খেলা দ্বিতীয় সেশনে গড়ানোয় বড় ভূমিকা শ্রীলঙ্কার তিন ব্যাটসম্যান দিনেশ চান্ডিমাল, ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ও কুশল মেন্ডিসের। প্রথম সেশনে প্রোটিয়ারা নিতে পারে মাত্র ১ উইকেট। চান্ডিমালের সঙ্গে ৯৫

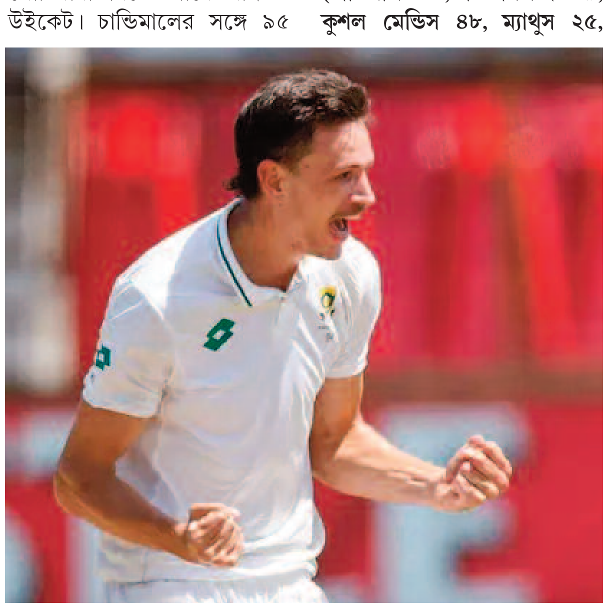

রানের জুটি গড়ে কেশব মহারাজের প্রথম শিকার লঙ্কান অধিনায়ক ডি সিলভা (৫৯ রান)। চান্ডিমাল এরপর কুশল মেন্ডিসকে নিয়ে সপ্তম উইকেটে ৭৫ রান যোগ করেন। ৮৩ রান করে চান্ডিমাল জেরাল্ড কোয়েটজিকে ফিরতি ক্যাচ দেওয়ার পর আর মাত্র ১১ রানই যোগ করতে পারে শ্রীলঙ্কা। কুশল মেন্ডিস ম্যাচে ইয়ানসেনের দশম শিকার হওয়ার আগে করেন ৪৮ রান।

দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯১ ও ৩৬৬/৫ ডি.।

শ্রীলঙ্কা ৪২ ও ৭৯.৪ ওভারে ২৮২ (চান্ডিমাল ৮৩, ডি সিলভা ৫৯, কুশল মেন্ডিস ৪৮, ম্যাথুস ২৫, নিশাঙ্কা ২৩; ইয়ানসেন ৪/৭৩, রাবাদা ২/৬৫, কোয়েটজি ২/৬৭, মহারাজ ২/৬৭)।

ফল দক্ষিণ আফ্রিকা ২৩৩ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ মার্কো ইয়ানসেন।

১১তম ইন্টার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কারাতে-ডো টুর্নামেন্ট, জেনিথ ২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১১তম ইন্টার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কারাতে-ডো টুর্নামেন্ট, জেনিথ ২০২৪, সম্প্রতি কলকাতার জিউইশ গার্লস স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ইভেন্টটি আয়োজন করে ইন্ডিয়া জে.কে.এফ. গোজুকাই/তাকুজি-কেনবুকান অ্যাসোসিয়েশন।

এই প্রতিযোগিতায় ২১টি স্কুল ও কলেজের ৩০৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। কাটা, কুমিতে, টিম কাটা, এবং কিহনস সহ মোট ৮৬টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ফলাফল

ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন লক্ষ্মীপাত সিংহনিয়া অ্যাকাডেমি
১ম রানার আপ ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল
২য় রানার আপ প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুল

বিশেষ পুরস্কার

বছরের সেরা পারফর্মার (নারী) অনন্যা মাইতি
বছরের সেরা পারফর্মার (পুরুষ) যুবরাজ সিং
এমার্জিং কারাতেকা (নারী) অদ্বিতা বুবনা
এমার্জিং কারাতেকা (পুরুষ) আয়ুষ্মান ব্যানার্জি
টোকেন অফ লাভ (নারী) অর্জিয়া নাগ
টোকেন অফ লাভ (পুরুষ) রোহিত দুগার

টুর্নামেন্টের আয়োজক ও প্রধান রেফারি সেন্সেই দীপক কুমার শ'। তিনি বলেন, আমাদের ১১ বছরের যাত্রার উপর আমরা গর্বিত। বিশেষ করে মেয়েদের থেকে এই ধরনের সাড়া পেয়ে আমরা খুবই অনুপ্রাণিত।

জে.ডি. বিরলা ইনস্টিটিউটের লব্যা দুগার এবং রাজ্য স্তরের মেডেল প্রাপক আদিত্য দাস টুর্নামেন্টের প্রশংসা করেন। তারা তাদের সাফল্যে সেন্সেই শ'-এর ভূমিকা উল্লেখ করেন।

জেনিথ ২০২৪-কে সফল ও অনুপ্রেরণামূলক করে তোলার জন্য সমস্ত অংশগ্রহণকারী এবং সমর্থকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়।

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ফের খেলা পণ্ড হওয়া বাঁচালেন সিএবির কিছু কর্তা

শম্ভুনাথ ভৌমিক

একদিনের খবরের জের। টনক নড়ল সিএবির। ঘিরে দেওয়া হল মাঠ। শুধুমাত্র একদিনের প্রতিবেদনেই প্রকাশিত হয়েছিল ময়দানের মাঠের করুণ অবস্থার কথা। ২৮ নভেম্বর ময়দানের ক্রিকেট মাঠে অযাচিত লোক ঢুকে যাওয়ায়, বিরল নজির গড়ে পিচরক্ষা করেছিলেন অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক, পিচ কিউরেটর রঞ্জিত কুমার সাউ। গত বৃহস্পতিবার উপস্থিত বুদ্ধিতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই পিচ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। তারফলে, সেদিন দ্বিতীয় ডিভিশনের জুনিয়র নকআউট ওয়ান ডে'র ম্যাচ শেষ না হলেও, পরেরদিন রিপ্লে করাতে পারে সিএবি। সেই ঘটনাই প্রকাশিত হয় একদিনের প্রতিবেদনে। সেই খবর জানার পরই শ্রীমন্ত মল্লিকদের প্রশংসা করেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। শনিবারও ঠিক একই ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় এই কর্তাদের। বৃহস্পতিবার ওয়াকফ বিল ইস্যুতে ময়দানে জমায়েত করে জমিয়তে উলেমা হিন্দ। কাতারে কাতারে লোক ঢুকে যায় খেলার মাঠে। ফলে ভেস্তে যায় সেদিনের ম্যাচ। তড়িঘড়ি খবর পেয়ে ছুটে আসেন শ্রীমন্ত মল্লিক, রঞ্জিত কুমার সাউরা। শনিবার ময়দানে ফের একই ছবি দেখা যায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের কলকাতার মহানাগরিকের ডাকে জমায়েতে। সেখানেও কাতারে কাতারে মানুষ চলে আসে ময়দানে। গাড়ি পার্কিং থেকে লোক জমায়েত শুরু হয়ে যায় ময়দানের খেলা মাঠে। তখন চলছিল তালতলা একতা বনাম ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের ম্যাচ। তবে সেদিনের ঘটনা

ম্যাচ বাঁচাতে বাঁশের ব্যারিকেডে ঘিরে ফেলা হয়েছে বঙ্গবাসী মাঠ

থেকে শিক্ষা নিয়ে এদিন বঙ্গবাসী মাঠে তৎপর ছিলেন অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক, পিচ কিউরেটর রঞ্জিত কুমার সাউ, আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। নিজেরা উপস্থিত থেকেই শনিবার মাঠে লোক ঢোকানো থেকে বাঁচান খেলাকে। সিএবির উদ্যোগে পুলিশের সঙ্গে শুরুতেই এই নিয়ে কথা বলা হয়। নিরাপত্তারক্ষীর সাহায্যে রীতিমতো গোটা মাঠ বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। ফলে, ম্যাচে লোক জমার জন্য বিঘ্ন ঘটতে দেননি। যদিও শেষপর্যন্ত ম্যাচ হয়নি বৃষ্টির কারণে। তবে এমন উদ্যোগে লেটার মার্কস পায় সিএবি। সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এ'ব্যাপারে চিন্তিত আগেই জানিয়েছিলেন। এ'ব্যাপারে সজাগ থাকতেও বলেন তিনি। সিএবি প্রেসিডেন্ট এ'নিয়ে তৎপর হলেও কিছু কর্তার অবশ্য কোনও হেলদোলই নেই। যেমন শ্রীমন্ত মল্লিক, রঞ্জিত সাউ, প্রসেনজিৎ ব্যানার্জীরা মাঠে নেমে কাজ করলেও, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মদন ঘোষের টিকিটিও দেখা যায়নি। তার কী ভূমিকা, তা বোঝাই দুষ্কর। তেমনই টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান থেকে সিএবির যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস, তাঁরা কেউই মাঠমুখো হননি। একশ্রেণির কর্তা খেলা ভালবেসে নিজেদের ঝুঁকিতে কাজ করে গেলেও, বাকি কর্তাদের শুধু সিএবির ঠান্ডা ঘরে চা পানের আড্ডায় নিন্দায় মুখর হতে আর খুঁত ধরতে দেখা যায়। পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজনও মনে করেন না। এভাবে অযোগ্য লোকেদের নিয়ে সিএবি কতদিন মান বাঁচাবে, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠছে সিএবির অন্দরেই।

ময়দানে ক্রমশ ব্রাত্য হচ্ছেন স্বপন, হচ্ছে স্বপ্নভঙ্গ, বাকি পদও কি থাকবে, উঠছে প্রশ্ন

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

অদৃশ্য শক্তির কাছেই যেন হার স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের! ময়দানে ক্রমশ কোনঠাসা হচ্ছেন। ব্রাত্য হচ্ছেন হেভিওয়েটদের কাছে। কেন? হঠাৎ কেন তাঁর প্রতি এই আক্রোশ! বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে দীর্ঘদিন সভাপতি পদ সামলালেও, এবার হেরে যান চন্দন রায়চৌধুরীর কাছে। যাকে ২০১৬ সালে এই বিওএ নির্বাচনেই সচিব পদে ১ ভোটে হারিয়েছিলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার পারেননি। সভাপতি পদে হেরেছেন বিশাল ভোটে। চন্দন রায়চৌধুরী যেখানে ৪৫ ভোট পেয়েছেন, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন ২০ ভোট। কেন এই বিশাল ফারাক! হারের অন্তর্তদন্ত করেছে 'একদিন'। তাতে উঠে এসেছে বিস্ফোরক সব তথ্য। আসলে, ময়দানের ভোট মাঠগুলোর কোনও কোনও কর্তাকে পাশে পেলেও, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরে যান হেভিওয়েট ব্যক্তিত্বরা। ক্ষোভ জন্মেছিল অনেকের, বিওএ'র নামে দেশ-বিদেশ দেদার ঘুরে বেড়িয়েছেন স্বপন। অনেকেরই চোখ টাটিয়েছে পদের অপব্যবহারেও। অন্তর্তদন্ত করতে গিয়ে ময়দানে কান পাতলেই শোনা

গেছে, এক্স ফ্যাক্টর হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁর ভাইয়ের ওপর থেকে হাত সরে যাওয়াতেই। এরপরই মমতার সামনেই রাজনৈতিক ও ময়দানের ব্যক্তিত্বরা নিজেদের অঙ্কই মেলাতে গেছেন পদ দখলে। তাতে কার নাম নেই! অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, স্বরূপ বিশ্বাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস কুমার, মদন মিত্র পর্যন্ত। লম্বা তালিকা। সবই নাকি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, তাঁর অঙ্গুলীহেলনেই নাকি এসব ঘটেছে। সেই সুযোগ নিয়েই যে যার মতো করেই ময়দানের মাখন খেতে উঠে পড়ে লেগেছেন। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশোধস্পৃহা জ্বলছিল ২০২০ সাল থেকেই। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ২০২০ সালে বিওএ নির্বাচনে হারিয়ে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নিজেই দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁকে ক্ষান্ত করতে শেষপর্যন্ত বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে কমিশনার করা হয়। পদ হাতছাড়া যাতে না হয়, মেনে নেন স্বপনও। কিন্তু তাঁকে সামনে রেখেই তৈরি হয় চন্দন গোষ্ঠীর গোটা মাষ্টারপ্ল্যান। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সরাসরি এই নির্বাচনে যুক্ত হননি। কিন্তু নবনির্বাচিত সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরীর সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে দ্বিধা করেননি। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু কয়েকদিন আগেই বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন থেকে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে পদ দখল করেছেন। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি সেই পদ ছেড়েও দিয়েছেন এই শর্তে যাতে সুজিত বসু বিওএ পদে না দাঁড়ান। কারণ দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে জুডো অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বে রয়েছেন সুজিত বসু। তিনি শেষপর্যন্ত না দাঁড়ালেও, তবে ভোট দিতে এসেছিলেন ঠিকই। শেষসময়ে আসরে নামেন টালিগঞ্জের অন্যতম পুজো উদ্যোক্তা, অরূপ বিশ্বাসের ভাই ও ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত স্বরূপ বিশ্বাস। আইএফএ থেকে নানা জায়গাতেই পদের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অরূপ বিশ্বাস সরাসরি না নামলেও, সরাসরি বিরোধিতা করেন তাঁর ভাই স্বরূপ। তার সাপোর্টও হয়ে দাঁড়ায় এক্স ফ্যাক্টর। গোটা তৃণমূল যেন এককাট্টা হয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এমনকি তৃণমূলের ৪৮ নম্বরে ওয়ার্ডের পুরপিতা বিশ্বরূপ দে'কেও স্বপনের বিরোধী প্যানেলে সহসভাপতি পদে প্রার্থী করা হয়। তিনিও ৫২ ভোট পেয়ে জিতে যান। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় আগের নির্বাচনে এসব ম্যানেজ করতে পারলেও, এবার অঙ্ক মেলানো তাঁর পক্ষে জটিল হয়ে যায়। বিজয়ী প্যানেলের সঙ্গে শুক্রবারই ক্রীড়ামন্ত্রী সভা করে ঢেলে সাহায্যের আশ্বাসও দেন। বুঝিয়ে দেন, তিনি খুশি। ক্রমশ যেন ডানা ছাঁটা চলছে স্বপনের। কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন ছাড়া মোহনবাগানের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের ফুটবল সচিব পদ এখনও অক্ষত স্বপনের। এছাড়াও ময়দানে নানা মাইনর গেমসের একাধিক পদ সামলাচ্ছেন। বিওএ স্বীকৃত না হলেও বেঙ্গল অ্যামেচার কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বে রয়েছেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতির দায়িত্বে তিনি। বেঙ্গল বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের পদেও আছেন। এত স্বপ্নভঙ্গের পর এসব কী ভবিষ্যতে অক্ষত থাকবে, তা অবশ্য সময়ই বলবে।

পিছিয়ে পড়েও ড্র গুকেশের, বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতায় সেয়ানে সেয়ানে লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা সময় পিছিয়ে পড়েছিলেন ডি গুকেশ। দেখে মনে হচ্ছিল বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেনের কাছে হার মানতে হবে তাঁকে। কিন্তু হার মানেননি ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার। লিরেনকে ড্র করতে বাধ্য করেন তিনি। বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চলছে। চতুর্থ রাউন্ডের পর পঞ্চম রাউন্ডের খেলাও ড্র হল। লিরেন ও গুকেশ, দু'জনেরই পয়েন্ট এখন ২.৫।

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পঞ্চম রাউন্ডে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলা শুরু করেন গুকেশ। কিন্তু শুরু থেকেই রক্ষণাত্মক ছিলেন তিনি। সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেললেও ঝুঁকি নেননি গুকেশ। অন্য দিকে পঞ্চম চালের পর থেকে লিরেনও রক্ষণাত্মক হয়ে পড়েন। একটা সময়ের পর দ্রুত চাল দিচ্ছিলেন দুই প্রতিযোগী।

মাঝেমধ্যে দুই প্রতিযোগী একে অপরকে কিস্তি দিলেও মাত করতে পারছিলেন না। ফলে খেলা এগিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে একটি চাল দিতে ৩০ মিনিট সময় নেন লিরেন। পরে অবশ্য দ্রুত চাল দিয়ে সময়ের অভাব মিটিয়ে নেন তিনি। খেলা যত গড়াচ্ছিল, তত গুকেশের উপর চাপ বাড়ছিল। কয়েক বার কিস্তিমাত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলেও হার মানেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত দু'জনের ঘড়িতেই প্রায় ৩০ মিনিট বাকি থাকতে তাঁরা ড্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। হাত মিলিয়ে উঠে পড়েন গুকেশ ও লিরেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচেই জিতেছিলেন লিরেন। খেলা শেষে গুকেশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, একটি ভুল চালের জন্য হারতে হয়েছে তাঁকে। পরের খেলাটি ড্র হয়েছিল। তৃতীয় ম্যাচে সকলকে চমকে দিয়ে লিরেনকে হারান গুকেশ। পরের দু'টি খেলা ড্র হয়েছে। ফলে পাঁচ রাউন্ডের পর দু'জনেরই পয়েন্ট ২.৫-২.৫।

দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ১৪টি ক্লাসিক্যাল ম্যাচ হয়। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে এক জনকে অন্তত ৭.৫ পয়েন্ট পেতেই হবে। যদি ১৪টি ম্যাচের পর দু'জন ৭-৭ পয়েন্টে থাকেন তা হলে টাইব্রেকার হয়। এখনও পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চলছে। পাঁচ রাউন্ডের পর কাউকে আলাদা করা যাচ্ছে না। তাঁদের খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছে, আগ বাড়িয়ে আক্রমণাত্মক খেলার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না তাঁরা। রবিবার হবে ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা। তার পর সোমবার বিশ্রাম।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**